জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শুরু হল বিশ্বকাপ

শুরু হল বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচ হয় মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে। দ্বিতীয় খেলা শুক্রবার সকাল ৭.৩০ মিনিটে বসনিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে। খেলা দেখা যাচ্ছে ইউনাইটেড ৮ স্পোর্টস চ্যানেলে

ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী কয়েকদিন উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের পাহাড় থেকে সমতলে। দক্ষিণে আগামী ৭ দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

হরমুজে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রে নিহত তিন ভারতীয় নাবিক

ক্যানসারের জীবনদায়ী দুই ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে কেন্দ্র

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১১ ● ১২ জুন, ২০২৬ ● ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 11 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 12 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বহিষ্কৃত বিধায়ক কীভাবে বিরোধী দলের নেতা, প্রশ্ন

প্রতিবেদন : দল থেকে বহিষ্কৃত এক বিধায়ককে কীভাবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হল, বৃহস্পতিবার সেই প্রশ্নই উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। সম্প্রতি, বিরোধী দলনেতা নির্ধারণ নিয়ে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আদালতে তাঁর হয়ে সওয়াল করছেন তৃণমূলের সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে বিধায়ককে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তাঁকে কীভাবে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব? তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেই অবস্থায় দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে অন্য একজনকে ওই পদে বসানোর যৌক্তিকতা কোথায়?

আদালতে হলফনামা দেবে রাজ্য

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে আরও বলেন, স্পিকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিন পর্যন্ত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা হিসেবেই দায়িত্ব পালন করছিলেন। এমনকী স্পিকারকে স্বাগত জানানো থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের ঘটনাতেও তিনি বিরোধী দলনেতার ভূমিকাতেই উপস্থিত ছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে কেন এবং কী ভিত্তিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওই পদে স্বীকৃতি দেওয়া হল, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। শুনানির সময় বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দেন। (এরপর ৬ পাতায়)

তামান্নার মৃত্যুর পর কত বিপ্লব

তনভিরের সময় নীরবতা কেন?

বিজেপির বিজয়োল্লাসে বোমা-আতঙ্কে পিষ্ট শিশু

প্রতিবেদন : বিজেপির বিজয়োল্লাসের বলি ছোট্ট শিশু! বাংলায় একমাসের বিজেপি সরকারের বিজয় মিছিল থেকে ছোঁড়া বোমার আতঙ্কে বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষে মর্মান্তিক মৃত্যু খুদে তনভিরের! এখন দিল্লি থেকে শিশু আর মহিলা কমিশন আসবে তো? এখন বিচার চেয়ে রাতজাগা হবে তো? নাকি বিজেপি জমানার শুরুতেই ধামাচাপা পড়ে যাবে এই মর্মান্তিক মৃত্যু? তৃণমূলের তরফে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, যেকোনও মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের, নিন্দনীয়। তামান্নার মৃত্যুর সময় যাঁরা সরব হয়েছিলেন, ঠিক করেছিলেন। আমরাও নিন্দা করেছি। কিন্তু তামান্নার ক্ষেত্রে বিপ্লব-প্রতিবাদ আর তনভিরের ক্ষেত্রে নীরবতা! কেন? তনভিরের ক্ষেত্রেও একইরকম প্রতিবাদ, তদন্ত, ব্যবস্থা হওয়া উচিত!

বুধবার শালবনির সুন্দরা গ্রাম সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বিজয় মিছিল চলছিল বিজেপির। ঠিক তখনই ছোট্ট তনভির তার বাবার বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় বিজয় মিছিল থেকে ছোঁড়া গাছবোমা এসে ফাটে তনভিরের বাবার বাইকের সামনে। আতঙ্কে চমকে উঠে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে তনভির। সেইসময় পাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়া একটি ট্রাক ধাক্কা মারে তনভিরকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। খবর ছড়িয়ে পড়তেই জাতীয় সড়কে বিপুল সংখ্যায় জড়ো হয় স্থানীয় গ্রামের মানুষ। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তীব্র বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

শেষে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে গায়ের জোরে বিক্ষোভ তুলে দেয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেও একইভাবে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, কারা ওই মিছিল করছিলেন, সেখানে কী ধরনের বোমা ফাটানো হচ্ছিল, সেগুলো কীভাবে পথচারীদের বিব্রত করছিল যে বাচ্চাটি শেষপর্যন্ত আতঙ্কে রাস্তায় পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল— সবকিছুর তদন্ত হওয়া দরকার! তামান্নার সময় বিপ্লব-প্রতিবাদ আর তনভিরের ক্ষেত্রে নীরবতা? একইরকম দুটি ঘটনায় দু'রকম অবস্থান তো হতে পারে না! তনভিরের ঘটনারও সবদিক খতিয়ে দেখা হোক!

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

টর্নেডো

আমি শান্ত, আমায় শান্ত থাকতে দাও
আঘাতে আঘাতে আঘাত প্রাপ্ত
তাই তো হয়েছি অকুতোভয়,
আমি ঝড়, আমি তুফান, আমি টর্নেডো
কখনও আবার উড়ন্ত ঘুর্ণি
কখনও অগ্নিশিখা অথবা বহ্নি।

কালবৈশাখীর দামামায় হয়ে যাই বড় জেদী
বাঁধ ভেঙে দিই, আবার বাঁধি
লড়াই চলে অনন্ত থেকে আদি,
বন্দুকের নল করে দিই স্তব্ধ এবং ভোঁতা,
আমি বহতা নদী, আমি অধুরা,
কখনও আবার ধোঁয়াশা
পেরিয়ে যাই সকল কুয়াশা।

বিদ্রোহী নয়নে হয়ে যাই বিদ্রোহিণী
তপস্যায় আবার তপস্বিত,
নিজের মনে নিজে বিশ্বস্ত।
সংগ্রামে ঝরেছে অনেক রক্ত, অনেক ঝোড়ো বাতাস
অনেক অনেক গিয়েছে প্রাণ
অনেক জীবন অনেক বলিদান।

তাই তো বুকের মাঝে প্রতিরোধের ডঙ্কা বাজে
তুষারের সাদা বরফ পেরিয়ে
কাঁটার মাঝে জীবন দিয়ে
রৌদ্রে হয়েছি তপ্ত, কখনও আবার বা দগ্ধ
ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় প্রাণ
যার নেই কোনো পিছুটান।

সিআইডির প্রশ্নের জবাব দিয়ে বেরলেন অভিষেক

ভবানী ভবনের সিআইডি অফিসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : আদালতের নির্দেশ মেনে বৃহস্পতিবার বিকেলে দিল্লি থেকে ফিরেই ভবানী ভবনে হাজির হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ধারিত সময় সন্ধে ৬টার কিছু আগেই ভবানী ভবনে পৌঁছে যান তিনি। সই সংক্রান্ত বিষয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। এদিন প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ভবানী ভবন থেকে বেরিয়ে যান তিনি। বেরিয়ে সোজা চলে আসেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে দু'জনের নাতিদীর্ঘ আলোচনার পর বাড়ি যান অভিষেক। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারেই আদালত নির্দেশ দিয়েছে আগামী ২১ দিন তাঁর বিরুদ্ধে কোনওরকম কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না সিআইডি। দিল্লিতে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় আগেই চিঠি দিয়ে সিআইডির কাছে সময় চেয়েছিলেন অভিষেক। এদিন আদালতের নির্দেশ মেনে যান ভবানী ভবনে সিআইডি দফতরে। গভীর রাতেও ভবানী ভবন চত্বরে দেখা গিয়েছে দলীয় সমর্থকদের। রবিবার ফের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে ভবানী ভবনে।

'কৃষকবন্ধু' ও 'বাংলা শস্যবিমা' বন্ধ, উদ্বেগে রাজ্যের কৃষকরা

রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় কৃষি সহায়তা প্রকল্প 'কৃষকবন্ধু' এবং 'বাংলা শস্যবিমা' বন্ধ করে সেগুলিকে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মাননিধি এবং প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার সঙ্গে একত্রীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আর সেই সিদ্ধান্ত ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। (বিস্তারিত ভিতরে)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 June, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮৬ অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) এদিন প্রয়াত হন। তিরিশের দশকে যে পাঁচ কবি রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রথমদিকে তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব থাকলেও অচিরেই কবিতায় নিজস্ব এক ধারার জন্ম দিয়েছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি নিলেন ১৯২৬ সালে। একই বছর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিবের দায়িত্ব পেলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে তাঁর কাজ ছিল বিদেশি অতিথিদের পরিচর্যা করা, ক্লাস নেওয়া, রবীন্দ্রনাথকে নানা গ্রন্থ-তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা এবং বিদেশ যাত্রার সঙ্গী হওয়া। মাত্র পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ এই ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯২৯ অ্যানলিজে মারি ফ্রাঙ্ক ওরফে অ্যান ফ্রাঙ্ক এদিন জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ জন্ম নেন। একটি ডায়েরি সেই কিশোরী অ্যানকে 'হলোকস্ট'-এর যন্ত্রণামুখর দিনগুলির অন্যতম মুখ হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অ্যান ফ্রাঙ্কের 'দ্য ডায়েরি অব আ ইয়ং গার্ল'। প্রথমে মূল জার্মানে, তার কয়েক বছরের মধ্যে অন্যান্য নানা ভাষায়। জার্মান অধিকৃত নেদারল্যান্ডসে নাৎসিদের হাত থেকে বাঁচতে দু'বছর এক গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে ছিল আনা। সঙ্গে পরিবারের বাকি লোকজন। সেই সময়েই ডায়েরি লিখতে শুরু করে বছর তেরোর কিশোরী। দু'বছর পরে নাৎসি সেনার হাতে ধরা পড়ে আনারা। আর তার কয়েক মাস পরেই জার্মানির বের্গেন-বেলসেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, সম্ভবত টাইফয়েড-আক্রান্ত হয়ে, মারা যায় মেয়েটি। নাৎসি অত্যাচারে প্রাণ গিয়েছিল পরিবারের সব সদস্যের, বেঁচে গিয়েছিলেন শুধু আনার বাবা ওটো ফ্রাঙ্ক। তিনিই পরে খুঁজে পেয়ে পেয়েছিলেন ডায়েরিটি। ষোলো বছর বয়সের পর আর কেউ অ্যান ফ্রাঙ্ককে দেখেনি, এমনকী তাঁর মৃতদেহও নয়। তবে ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ কিংবা মার্চের শুরুতে তিনি মারা যান, এটা নিশ্চিত। মেয়েটির মৃত্যুর কারণ কী, সেও সঠিকভাবে বলা যায় না। তাই ১৯২৯ সালের ১২ জুন তাঁর জন্মদিনটি সর্বজনবিদিত হলেও মৃত্যুদিন কারও জানা নেই।

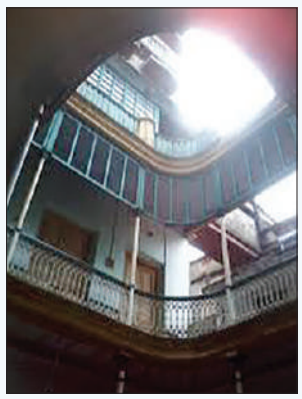

১৯১৪ বটকৃষ্ণ পাল এদিন কাশীতে মারা যান। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার খেংরাপট্টিতে একটি মশলার দোকান খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এরপর এই দোকানেই তিনি কিছু বিলিতি ওষুধ রেখে বিক্রি করতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত ও সফল ওষুধ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। তাঁর স্থাপিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বি কে পাল অ্যান্ড কোম্পানি দেশি ফর্মুলায় ওষুধ তৈরি ও বিক্রি আরম্ভ করে। তাঁর এই প্রচেষ্টা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি স্থাপনেরও পূর্বে। আজও শোভাবাজারে তাঁর নামে নামাঙ্কিত রাজপথ বি কে পাল অ্যাভিনিউ দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গের ছবিটি বটকৃষ্ণ পালের বাড়ির ছবি।

১৯৯৩ হাসিরাশি দেবী (১৯১১-১৯৯৩) এদিন উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙায় পরলোক গমন করেন। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও শিশুসাহিত্যিক। অল্প বয়সেই শিল্পী-জীবনের হাতেখড়ি। সাহিত্য রচনা শুরু করেন বড় বোন প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর অনুপ্রেরণায়। তার সঙ্গেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ছবি আঁকার দক্ষতা ছিল তাঁর। সে-কারণে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন 'চিত্রলেখা'। প্রধানত শিশুসাহিত্যিক হলেও সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর অনায়াস বিচরণ ঘটেছে। কবিতা ও ছোটদের জন্য ছড়া লিখেছেন প্রচুর। অধিকাংশই অবশ্যই হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ষাট।

১৯৯৩ বিনয়রঞ্জন সেন (১৮৯৮-১৯৯৩) কলকাতায় প্রয়াত হন। ভারতীয় কূটনীতিক এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অফিসার। তিনি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) পঞ্চম ও প্রথম ভারতীয় বাঙালি মহাপরিচালক হিসাবে 'ক্ষুধা ও অপুষ্টি হতে মুক্তি' খাদ্য প্রকল্পের সূচনা করেন ও নেতৃত্ব দেন। ১৯৭০-এ পদ্মবিভূষণ সম্মানে সম্মানিত হন।

২০১৪ শক্তিপদ রাজগুরু (১৯২২-২০১৪) চলে গেলেন। কথাসাহিত্যিক। বাংলা জনপ্রিয় ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। 'মেঘে ঢাকা তারা' তাঁর জনপ্রিয়তম গ্রন্থ। দীর্ঘজীবী এই সাহিত্যিক তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

মেঘের ঘনঘটা

মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি নামার আগে বৃহস্পতিবার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৩০

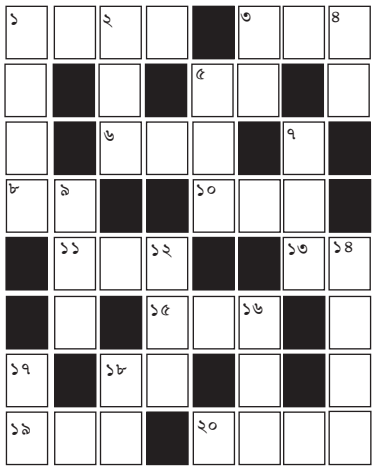

পাশাপাশি : ১. অগ্নি ৩. সদস্য, সভ্য ৫. জীবনযাত্রার ধরন ৬. —মজনু ৮. অ্যালকালি ১০. হাতির শাবক ১১. আনাজ, তরকারি ১৩. তাপে সিদ্ধ করা হয়েছে এমন ১৫. খাস, স্বকীয় ১৮. কবল ১৯. সাজা দেবার জন্য দোষীর পায়ে বাঁধবার কাঠবিশেষ ২০. ঘামে একেবারে ভিজে।

উপর-নিচ : ১. মৃত্যু ২. তামসী অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রি ৩. মিলন, ঐক্য ৪. অভ্যস্ত ৫. এর কাছে বোকা হেরে যায় ৭. বিদ্যুৎ ৯. দেহের রসের আধিক্য নাশ করে এমন ১২. বস্তু, দ্রব্য ১৪. প্রতি পদক্ষেপে ১৬. নিজেকেই মালিক বলে পরিচয় দিয়ে,—কেনা সম্পত্তি ১৭. ভূতকে আদরের ডাক ১৮. পল্লি, পাড়াগাঁ ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭২৯ : পাশাপাশি : ২. ঘাটলা ৪. আকুতি ৬. চালু ৭. মিথ্যার ঝুড়ি ৮. নিকার ১০. অনল ১২. বসন্তদূতী ১৩. ঘিঞ্জি ১৪. তনিমা ১৬. কাঙাল। **উপর-নিচ :** ১. খুকু ২. ঘাসেরবন ৩. লাচাড়ি ৪. আলুনি ৫. তিমির ৯. কারান্তরাল ১০. অতীত ১১. লঘিমা ১২. বর্ণিকা ১৫. নিধি।

১১ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৫৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৬৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৯২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৬১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৬২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.০৫	৯৩.৭৯
ইউরো	১১০.৭৪	১০৮.১৮
পাউন্ড	১২৮.২৬	১২৫.৩৪

নজরকাড়া ইনস্টা

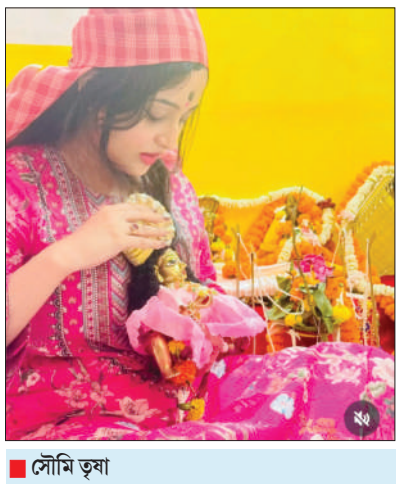

■ সৌমি তৃষা

■ ইমন চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

12 June, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১২ জুন ২০২৬
শুক্রবার

১৫ জুন থেকে বাড়তি ভিড় সামাল দিতে শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদ ও ডায়মন্ড হারবার লোকালের সংখ্যা বাড়ছে

দিদিই নেত্রী, যতদিন বাঁচব সঙ্গেই থাকব

বিশ্বাসঘাতকদের তোপ দাগলেন সাংসদ শত্রুঘ্ন ও প্রতিমা

প্রতিবেদন : গদ্দারদের দলে নাম লেখাতে নারাজ তৃণমূলের দুই সিনিয়র সাংসদ। বৃহস্পতিবার নিজেরাই তাঁদের অবস্থান ঠিক করে প্রকাশ্যেই তোপ দেগেছেন নীতিহীন-নির্লজ্জ-বেহায়াদের।

অভিনেতা-সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ও প্রতিমা মণ্ডল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন— এই দুঃসময়ে তাঁরা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন ও থাকবেন। শত্রুঘ্ন এদিন স্পষ্ট করে বলেন, ২০১৯ সালে পাটনা নির্বাচনে আমার হেরে যাওয়ার বা আমাকে হারানোর ঘটনার পর যখন আমি এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন খুব কম মানুষই আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। যে অল্প কয়েকজন আমাকে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বিশ্বাস করতেন আমি পারব, তাঁর নির্দেশে আমি আসানসোল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় এবং মমতাজি ও আসানসোলের জনগণের সমর্থনে আমি জিতে যাই। গত কয়েকদিন

ধরে আমাকে নিয়ে অনেক জল্পনা চলছে। কেউ সত্যি কথা বলছেন, আবার কেউ গুজব ছড়াচ্ছেন। দাবি করা হচ্ছে আমি তথাকথিত বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছি। আমি বরাবরই স্পষ্টভাষী। আমি প্রায়ই বলি, সত্যি কথা বলা যদি বিদ্রোহ হয়, তাহলে আমিও একজন বিদ্রোহী। আমি সবসময় অকপটে কথা বলেছি এবং যা সত্যি তাই বলেছি। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, মমতাজি আমার কঠিন সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আজ তাঁর এই কঠিন সময়ে আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারি না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক 'জোড়া ফুল' দিয়ে একবার নয়, দু'বার নির্বাচিত হয়েছিলাম। তাই, মমতাজি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব। আমার নীতি স্পষ্ট— মমতাজি যখন আমার কঠিন সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন এই মুহূর্তে তাঁর পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য।

প্রতিমা মণ্ডল বলেন, শতাব্দী কেন, আমি কারও বাড়িতে যাইনি। ৪ তারিখে এস্টিমেট কমিটির বৈঠক ছিল। ৩ তারিখ রাতে দিল্লিতে পৌঁছোই। ৪ তারিখেই বিকেল ৪টে ১০-এর বিমানে কলকাতায় চলে আসি। আর দিল্লি যাইনি। প্রতিমা জানিয়ে দিলেন তিনি কোনও কাগজে সই করেননি। বলেন, ১৯ জন সাংসদের সই থেকে থাকলে কাগজ দেখান। আমার সিদ্ধান্ত যেন কেউ না নেয়, আমার সিদ্ধান্ত আমি নেব। যাঁরা আমাকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, তাঁরা বললে আমি চলে যাব। কাকলির সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। মিথ্যে কথা ছড়ানো সমর্থন করছি না। ওনারা দিশাহীন হয়ে গিয়েছেন। যাঁরা আমাকে সাংসদ বানিয়েছেন ২০২৯ পর্যন্ত আমি তাঁদের সাথেই আছি। তাঁদের সম্মান করছি। দলের বিপদের দিনে দলকে আরও কালিমালিপ্ত করার নীতি আমি কোনওমতেই মেনে নিচ্ছি না।

রাজ্য জুড়ে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী ৭ দিন

প্রতিবেদন : বাংলার দুয়ারে বর্ষার পা। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে আবহাওয়ার আমূল ভোলবদলে কমেছে অস্বস্তিকর গরম। উত্তর-দক্ষিণে ঝড়বৃষ্টির জেরে রাজ্য জুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পারদপতনে ভ্যাপসা গরম কেটে গিয়ে মিলেছে স্বস্তি। আগামী কয়েকদিন উত্তরের জেলাগুলিতে একইভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের পাহাড় থেকে সমতলে। অন্যদিকে, রাজ্যের দক্ষিণে আগামী সাতদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দু'এক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

অসহ্যকর গরমকাল শেষে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করেছে। উত্তরের ৩-৪ জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ঢুকে পড়েছে। বর্ষা-প্রবেশের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলার বাকি জেলাগুলিতে। আগামী তিন-চারদিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাতেও বর্ষা ঢুকে পড়বে। বৃহস্পতিবারও দক্ষিণের কয়েকটি জেলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভিজেছে। দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় পারদপতনে গরমের হাত থেকে সাময়িক স্বস্তি মিলেছে। শহর কলকাতাতেও এদিন সকাল থেকে মেঘলা আকাশ, সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। শুক্রবারও একইরকম বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা।

শুরু হল বিশ্বকাপ। শহরে ফুটবল-জ্বর। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লিতে ঠিকানা বদল তৃণমূলের

প্রতিবেদন : নয়াদিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দফতরের ঠিকানা বদল। ২০, রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডের বাংলোটি খালি করে দেওয়া হল। বুধবারই ওই বাংলো থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের ছবি, পোস্টার— সব সরিয়ে ফেলা হয়। দলীয় সাইনবোর্ডও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পোস্টার ও সাইনবোর্ডগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হকের সাউথ অ্যাভিনিউয়ের বাসভবনে। ওই বাংলোটি বারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ বিশ্বাসঘাতক পার্থ ভৌমিকের নামে এতদিন বরাদ্দ করা ছিল। এতদিন এখান থেকেই দিল্লিতে দলের কাজকর্ম হত। সাংসদরা বিভিন্ন ইস্যুতে সাংবাদিক বৈঠকও করতেন ওই দফতর থেকে। কিন্তু এর মধ্যে বারাকপুরের সাংসদ ওই বাংলোর বদলে ফ্ল্যাট চেয়ে আবেদন জানিয়েছেন বলেই খবর। এই পরিস্থিতিতে ওই বাংলো খালি করার সিদ্ধান্ত নিল দল।

সাংবাদিকদের জন্য দরজা বন্ধ, নাকি জনতার বিধানসভা! অধ্যক্ষের ঘোষণায় স্পষ্ট দ্বিচারিতা

প্রতিবেদন : বিধানসভায় বিজেপি দ্বিচারিতা স্পষ্ট। একদিকে বাক স্বাধীনতা হরণ করছে, সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আনছে। আবার বলছে জনতার বিধানসভা। এ আবার কেমন কথা! বৃহস্পতিবার বিধানসভাকে আরও স্বচ্ছ, আধুনিক ও জনমুখী করে তোলার একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। আগামী ১০০ দিনের মধ্যে পেপারলেস বিধানসভা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার, সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ, স্কুল পড়ুয়া ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিধানসভা উন্মুক্ত করা— এমন একের পর এক ঘোষণা করেছেন তিনি। তাঁর ঘোষনায় উঠে এসেছে 'জনতার বিধানসভা' গড়ার বার্তা। কিন্তু সেই ঘোষণার মধ্যেই সামনে এসেছে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন— সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার যখন কার্যত সীমাবদ্ধ, তখন স্বচ্ছতা ও জনসংযোগের এই দাবি কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

অধ্যক্ষ নিজেই বলেছেন, সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি তথ্য জানতে পারেন, মতামত ও পরামর্শ জানাতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হবে। অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারও শুরু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ঠিক এখানেই প্রশ্ন, গণতন্ত্রে জনগণ ও বিধানসভার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তো সংবাদমাধ্যম। সেই সংবাদমাধ্যমকেই যদি কার্যত দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে স্বচ্ছতার দাবি কতটা বাস্তব? ডিজিটাল স্বচ্ছতার কথা বলা হলেও বাস্তবে তথ্যের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রবণতা স্পষ্ট। সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে বিধানসভা কভার করার সুযোগ সীমিত রেখে 'সরাসরি সম্প্রচার'-এর উপর নির্ভরতা বাড়ানো মানে সরকারের বাছাই করা ছবি ও বাতাই জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অর্থ আদতে একপক্ষীয় প্রচার ব্যবস্থা চালু করা। এতে সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনার ক্ষেত্র সংকুচিত হবে।

আরও প্রশ্ন উঠছে অধ্যক্ষের নয়া ঘোষণায়। যখন স্কুল পড়ুয়া, আইন পড়ুয়া এবং প্রবীণ নাগরিকদের পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলা হচ্ছে, তখন দীর্ঘদিন ধরে বিধানসভার কার্যক্রম তুলে ধরা পেশাদার সাংবাদিকদের ভূমিকা কেন ক্রমশ সীমিত করা হচ্ছে? গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতার অন্যতম শর্ত হল স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের অবাধ উপস্থিতি। সেই মৌলিক বিষয়টি নিশ্চিত না করে জনসংযোগ বৃদ্ধির দাবি কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিধানসভাকে জনতার কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু জনতার চোখ ও কান— অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমের উপরই যদি নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে সেটি স্বচ্ছতার উদ্যোগ নয়। বরং তথ্যপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করার নতুন পদ্ধতি। তাদের দাবি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি বা পেপারলেস ব্যবস্থার থেকেও বড় প্রশ্ন হল— বিধানসভা কি সত্যিই সমালোচনা, প্রশ্ন এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে? অধ্যক্ষের ঘোষিত আধুনিকীকরণের রূপরেখা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার নিয়ে তৈরি হওয়া প্রশ্ন আপাতত সেই বার্তার উপরই সবথেকে বড় ছায়া ফেলছে।

সম্পাদকীয়

12 June, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবার কৃষকরা

রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় কৃষি সহায়তা প্রকল্প কৃষকবন্ধু এবং বাংলা শস্যবিমা প্রকল্প বন্ধ করে দিল কেন্দ্র। তার বদলে চালু হবে কেন্দ্রের নয়া প্রকল্প। প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রের সরকার রাজ্যের মানুষের ভাল চায় নাকি দলীয় এজেন্ডা পাশ করিয়ে নিতে চায়। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে জমির পরিমাণ অনুযায়ী কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হত। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত সুবিধা ছিল মৃত্যুকালীন আর্থিক সহায়তা। এটা বিরাট সামাজিক সুরক্ষা। কেন্দ্রের অন্যান্য প্রকল্পের মতো কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পে একাধিক যোগ্যতার শর্ত যোগ করা হয়েছে। ফলে একাধিক কৃষক এবং ভাগচাষি এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। কেন? জবাব দিতে হবে বিজেপি সরকারকে। প্রশ্ন হল, যাঁরা এতদিন সরকারি নথিতে বৈধ উপভোক্তা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছিলেন, তাঁদের ফের কেন আবেদন করতে হবে? কেন নতুন করে তথ্য যাচাই করতে হবে? আসলে সরকার স্পষ্ট করে দিচ্ছে যাচাইয়ের আড়ালে তারা নাম ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত করেছে। শস্যবিমাতেও একই পথ নিয়েছে রাজ্য। আগে কৃষকদের প্রিমিয়াম দিতে হত না। বর্তমানে সেই সুবিধা আদৌ থাকবে কি না এবং বেসরকারি বিমা সংস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রভূত সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। রাজ্য স্বাধীনভাবে যে প্রকল্পগুলি চালিয়ে মানুষের উপকার করেছে এতদিন সেই প্রকল্পগুলিতে চরম বাধা। যে কৃষকবন্ধু প্রকল্পকে বাংলার কৃষকরা বলতেন নিরাপত্তার ছাতা, সেই প্রকল্পই মুছে যাচ্ছে। তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ, বিজেপি গরিবের কথা ভাবে না।

e-mail থেকে চিঠি

চলুন, ফের একবার লাইনে দাঁড়াই

বিস্তর বিবাদ-বিতর্ক, আর মামলা-মোকদ্দমার জট কাটিয়ে রাজ্যে এসআইআর হয়েছে। সংশোধিত ভোটার তালিকা ধরেই হয়েছে বিধানসভা ভোট। গঠিত হয়েছে নবনির্বাচিত সরকার। তবে এসআইআর শেষ হলেও কাটল না আতঙ্ক। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর ভোটার লিস্টে নাম তোলার জন্য কমিশনের দপ্তরে বহু আবেদন জমা পড়েছিল। ভোট প্রক্রিয়ার কারণে এতদিন সেসব স্থগিত ছিল। ভোটার তালিকা ফ্রিজ হওয়ার সময় ৬ নম্বর ফর্ম জমে ছিল প্রায় ৬ লক্ষ। তারপর আরও কয়েক লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। তাঁদের বেশিরভাগই এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া। তাই ভোট মিটতেই তালিকায় নতুন নাম তোলার প্রক্রিয়া ইসিআই ফের শুরু করেছে। শুধু বদলে গিয়েছে নিয়মকানুন। কারণ, আগে প্রয়োজনীয় নথি-সহ আবেদন করলেই পরবর্তী তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম উঠে যেত। এবার তা হবে না। তালিকায় নাম তোলার জন্য পূরণ করা ৬ নম্বর ফর্ম নিয়ে সামান্য সংশয় থাকলেই সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে শুনানিতে তলব করা হবে। ধেয়ে আসবে অবিকল এসআইআর পর্বের ঝক্কি। এমনকী, এবার থেকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে যোগসূত্র দাখিল করতে হবে। আর সেটা বাধ্যতামূলক। যোগসূত্র দেখাতে হবে ২০০২ সালের এসআইআর তালিকার ভিত্তিতে। সেখানে আবেদনকারীর বাবা-মা কিংবা কোনো 'গ্রহণযোগ্য' আত্মীয়েরনাম থাকা চাই। সেই তথ্য কমিশনের মানদণ্ডে 'যথাযথ' হওয়া জরুরি। কমিশন তখন প্রয়োজনে তাঁকে শুনানিতে ডাকবে। অর্থাৎ, ফিরে আসবে লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা-বিষাদের স্মৃতি। 'যুক্তির অতীত' যাচাই পর্ব এবং ভোটাধিকার রক্ষার নিমিত্ত উদ্বেগইউঁকি মারছে। রাজ্যবাসীর 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি'র ক্ষত এখনও দগদগে। এবার যাঁরা প্রথমবার নাম তোলার জন্য আবেদন করেছেন অথবা করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ৬ নম্বর ফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত যাবতীয় নথি যথাযথ কি না, কমিশনের রিটার্নিং অফিসার তা যাচাই করে দেখবেন। এক্ষেত্রে সামান্য সংশয় দেখা দিলেই আবেদনকারীর ডাক পড়বে শুনানিতে। তবে প্রত্যেক আবেদনকারীকে এসআইআরের মতোই একটি গণনা ফর্ম পূরণ করতে হবে। সেটি দেওয়া হবে ৬ নম্বর ফর্মের সঙ্গেই। সেখানেও ২০০২ সালের 'এসআইআর লিঙ্ক'জানতে চাওয়া হচ্ছে। আগে নতুন নাম তোলার জন্য আবেদনকারীর জন্মতারিখের কোনো একটি প্রমাণপত্র দিলেই তা গ্রাহ্য করা হত। তার সঙ্গে দিতে হত বাবা-মায়ের (বা অভিভাবকের) ভোটার কার্ডের তথ্যাদি। এক্ষেত্রে আরো কড়াকড়ি করা হয়েছে এবার।

— দেবাদৃত মজুমদার, দমদম পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এক গাল মাছি!

এবার বোঝো বিশ্বমাঝে

বিশ্বগুরুর হাল

বিশ্ব গুরু হওয়ার জন্য বিশ্ব ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘরে মন নেই ওঁর। কিন্তু আসলে যা হল, তাতে এক গাল মাছি অন্ধ ভক্তদের।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বিখ্যাত সাময়িকী 'টাইম' ম্যাগাজিনের ২০২৬ সালের বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি করা এই তালিকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে আরও রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, পোপ লিও চতুর্দশ এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার নেতাদের মধ্যে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ।

কিন্তু মিসিং নরেন্দ্র মোদি।

'টাইম'-এর প্রোফাইল অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশে তারেক রহমানের সামনে বেশ কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ বর্তমানে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং তরুণদের বেকারত্ব সমস্যায় জর্জরিত। পাশাপাশি আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছে। এ সবকিছুরই দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।'

আমাদের আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ (বালেন)-ও ২০২৬ সালের বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন। 'টাইম' ম্যাগাজিন তাঁকে বিশ্বের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, শিল্পী ও চিন্তাবিদদের পাশাপাশি 'লিডারস' (নেতা) বিভাগে স্থান দিয়েছে। ৩৬ বছর বয়সি শাহকে ম্যাগাজিনটি 'সাবেক হিপ-হপ তারকা' এবং নেপালের ইতিহাসে 'সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে উল্লেখ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বর্ষপূর্তিতে নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎকার ছেপেছিল মার্কিন পত্রিকা 'টাইম'। আগামী পাঁচ বছরে বহু স্বপ্নের কথা সেই পত্রিকাকে বলেছিলেন মোদি। ২০১৫-র ১৮ মে সংখ্যার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল মোদির পূর্ণাবয়ব ছবি। ভেতরে সেই সাক্ষাৎকার। প্রচ্ছদে 'টাইম'-এর প্রশ্ন ছিল, 'ক্যান মোদি ডেলিভার?' মোদি কি পারবেন?

মোদিকে 'বিভেদ গুরু' বলে প্রচ্ছদ নিবন্ধ টাইম ম্যাগাজিনে চার বছর পরে ভারতের নির্বাচনের মধ্যে ফের মোদির মুখচ্ছবি পত্রিকাটির ২০ মে সংখ্যার প্রচ্ছদে। দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা, গলায় গেরুয়া চাদর।

চার বছর পরে ভারতের নির্বাচনের মধ্যে ফের মোদির মুখচ্ছবি পত্রিকাটির ২০ মে সংখ্যার প্রচ্ছদে। দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা, গলায় গেরুয়া চাদর। হেডলাইন— 'ইন্ডিয়া'জ় ডিভাইডার ইন চিফ' (ভারতে বিভেদের গুরু)। প্রচ্ছদ নিবন্ধে নরেন্দ্র মোদিকে বিদ্ধ করা হয় দেশে 'বিষাক্ত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ' ছড়ানোর অভিযোগ তুলে।

লেখা হয়, 'পাঁচ বছর আগে ২০১৪-য় উজ্জ্বল ভারত, শক্তিশালী ভারতের স্বপ্নের এক প্রতিভূ হিসাবে উঠে এসেছিলেন মোদী, যেন এক আস্থার দেবদূত— যার এক হাতে হিন্দুর পুনর্জাগরণ, অন্য হাতে দক্ষিণ কোরিয়ার ধাঁচে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচি। এখন শুধুই এক ব্যর্থ রাজনীতিক হিসাবে ভোট চাইতে এসেছেন মোদি, যিনি করে দেখাতে পারেননি। নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক, সেই স্বপ্ন, সেই আস্থা আজ আর তাঁর সঙ্গে নেই।'

সেবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ঠিকই লিখেছে 'টাইম' পত্রিকা। গোরক্ষা ছাড়া, দাঙ্গা ছাড়া ওঁর মাথায় কিচ্ছু ঢোকে না।''

মনে পড়ে গিয়েছিল মনমোহন জমানার শেষ দিকে 'টাইম' পত্রিকা তাঁর ছবি দিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করে। তাতে মনমোহনকে বলা হয়েছিল, 'দ্য আন্ডারঅ্যাচিভার'। আর ফেরেননি মনমোহন। প্রশ্ন ওঠে— মোদিরও কি সেই পরিণতি হবে? 'টাইম'-এর এই সংখ্যা বাজারে আসার পরে সামাজিক মাধ্যমে ফিরে আসে ৪টি ছবির একটি কোলাজও, যাতে জাপান, ইউরোপ এবং দুবাইয়ের রাস্তার ফুলে ঢাকা ডিভাইডারের পাশে ভারতের ডিভাইডার হিসেবে মোদির মুখ দেখানো হয়েছে। নেটিজেনরা এ ব্যাপারে দু'ভাগ। মোদিভক্ত 'চৌকিদারেরা' রে রে করে উঠেছেন।

আর এবারের অবস্থা তো আরও খারাপ।

এপ্রিল মাসে টাইম ম্যাগাজিন যখন বিশ্বের ১০০ জন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করে, তখন সেই তালিকায় স্থান পাননি জওহরলাল নেহরুর চেয়ে বেশি দিন প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত নরেন্দ্র মোদি।

অথচ সীমান্তের ওপারে সদ্য ক্ষমতায় আসা নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই কাঙ্ক্ষিত তালিকায় প্রবেশ করেছেন।

সিএনএন-এর সাংবাদিক এবং প্রখ্যাত বিশ্ব বিষয়াবলী ভাষ্যকার ফরিদ জাকারিয়া একদা লিখেছিলেন, স্বৈরাচারী শাসন এবং এক অন্ধকার হিন্দু-জাতীয়তাবাদী প্রবণতার জন্যও তাঁর বদনাম আছে।

পঙ্কজ মিশ্র এই টাইম ম্যাগাজিনেই লেখেন, '২০১৪ সালের মে মাসে, ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কল্পনাযোগ্য হওয়ার অনেক আগেই, নরেন্দ্র মোদি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।' এসবের এত বছর পরেও, ভারতের অর্থনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের থেকে অনেক দূরে, এবং মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি দরিদ্র মুসলমানদেরও বলির পাঁঠা বানাচ্ছে। তবুও কেন মোদির জৌলুস অমলিন থাকবে?

টাইমের তালিকায় ভারতীয় নেতাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে হয়। যে বছরগুলোতে ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল, সেই বছরগুলোতে সাধারণত কোনও না কোনও ভারতীয় নেতা এই তালিকায় স্থান পেতেন।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম বিজেপিরই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনি ২০০৪ সালের উদ্বোধনী তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন, কিন্তু সংক্ষিপ্ত বিবরণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি প্রচেষ্টার জন্য বাজপেয়ীকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

মার্কিন ম্যাগাজিন 'টাইম' নরেন্দ্র মোদিকে বিশ্বগুরু হিসেবে আখ্যা দেয়নি, বরং একসময় তাঁর বিরুদ্ধে ভারতে অসহিষ্ণুতা এবং বিভাজনের রাজনীতি উসকে দেওয়ার অভিযোগ এনেছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় 'টাইম' তাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে মোদিকে 'ডিভাইডার-ইন-চিফ' বা 'বিভাজনের প্রধান' বলে উল্লেখ করেছিল। ম্যাগাজিনটি তাঁর নীতির কারণে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। লিখছেন

দেবলীনা মুখোপাধ্যায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘুড়িতেও ফুটবল বিশ্বকাপ

‘কৃষকবন্ধু’ ও ‘বাংলা শস্যবিমা’ বন্ধ, উদ্বেগে রাজ্যের কৃষকেরা

প্রতিবেদন : রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় কৃষি সহায়তা প্রকল্প ‘কৃষকবন্ধু’ এবং ‘বাংলা শস্যবিমা’ বন্ধ করে সেগুলিকে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি এবং প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার সঙ্গে একত্রীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আর সেই সিদ্ধান্ত ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। অভিযোগ উঠেছে, বাংলার কৃষকদের বাস্তব চাহিদা মাথায় রেখে তৈরি রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্পগুলিকে তুলে দিয়ে কেন্দ্রের প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের দাবি, কৃষকবন্ধু প্রকল্পে জমির পরিমাণ নির্বিশেষে কৃষকদের সহায়তা দেওয়া হত এবং মৃত্যুকালীন আর্থিক সহায়তার মতো অতিরিক্ত সামাজিক সুরক্ষাও ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে একাধিক যোগ্যতার শর্ত রয়েছে, ফলে বহু প্রান্তিক কৃষক ও ভাগচাষি সুবিধার বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল নিজেই স্বীকার করেছেন, কৃষকবন্ধুর উপভোক্তা তালিকা নতুন করে যাচাই করা হবে এবং বর্তমানে সুবিধা পাওয়া কৃষকদেরও পুনরায় আবেদন করতে হবে। বিরোধীদের প্রশ্ন, এতদিন যাঁরা সরকারি নথিতে বৈধ উপভোক্তা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন, তাঁদের আবার আবেদন করতে হবে কেন? সরকার কি পরোক্ষে স্বীকার করছে যে নতুন ব্যবস্থায় বহু কৃষকের নাম বাদ পড়তে পারে?

বাংলা শস্যবিমা নিয়েও একই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সমালোচকরা। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্যের প্রকল্পে কৃষকদের প্রিমিয়াম দিতে হত না। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ফসল বিমা যোজনায় বেসরকারি বিমা সংস্থার ভূমিকা এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জটিলতা নিয়ে অতীতে বহু অভিযোগ উঠেছে। ফলে কৃষকদের স্বার্থের তুলনায় বিমা সংস্থাগুলির লাভই বেশি গুরুত্ব পাবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিজেপি সরকার রাজ্যের নিজস্ব কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির স্বতন্ত্র পরিচয় মুছে দিয়ে কেন্দ্রের প্রকল্পগুলিকে সামনে আনতে চাইছে। তাদের অভিযোগ, এটি শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি রাজনৈতিক বার্তা— যেখানে রাজ্যের পরিবর্তে কেন্দ্রের প্রকল্পগুলিকেই একমাত্র ভরসা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। যে কৃষকবন্ধু প্রকল্পকে একসময় বাংলার কৃষকদের নিরাপত্তার ছাতা বলা হত, আজ সেই প্রকল্পকেই ভুয়ো উপভোক্তার অজুহাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত লক্ষ্য দুর্নীতি রোধ, নাকি কেন্দ্রের প্রকল্পের জন্য জায়গা তৈরি করা— সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। ফলে কৃষকদের একাংশের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। কারণ প্রকল্প বদল মানেই শুধু নাম বদল নয়, বদলে যেতে পারে যোগ্যতার শর্ত, উপভোক্তার সংখ্যা এবং আর্থিক সহায়তার কাঠামোও। আর সেই কারণেই রাজ্যের কৃষিনীতি নিয়ে নতুন রাজনৈতিক সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বেসরকারি স্কুল থেকে মিলল বিপুল নগদ

■ স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাক্সভর্তি নগদ টাকা।

প্রতিবেদন : উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচড়াপাড়ার এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে মিলল হিসেব-বহির্ভূত বিপুল অঙ্কের টাকা। সেই সঙ্গে স্কুলের একটি ঘরে থাকা আলমারি থেকে মিলল কন্ডোম-সহ নানা আপত্তিকর সামগ্রী। যা নিয়ে তুমুল শোরগোল এলাকা জুড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বীজপুর থানা। ক'দিন আগেই কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বন্ধ ইউনিয়ন রুম থেকেও একই ভাবে মিলেছিল উইয়ে খাওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার বান্ডিল। বুধবার গভীর রাতে ওই বেসরকারি স্কুলে তল্লাশি-অভিযান শুরু হয়। অভিযানে নগদ মিলতেই আনা হয় কাউন্টিং মেশিন। শুরু হয় টাকা গোনা। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টে পর্যন্ত ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা মিলেছে। স্কুলের সিক রুমে থাকা একটি আলমারি থেকে মিলেছে কন্ডোমের প্যাকেটও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশেও। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ পৌঁছে নগদ উদ্ধারের পর রাতেই টাকা গোনা শুরু হয়। পুলিশ স্কুলের কয়েকজনকে আটক করে জেরা শুরু করেছে। স্কুলের তরফে প্রিন্সিপাল অবশ্য জানিয়েছেন ওটা স্কুলেরই টাকা।

কাঁচড়াপাড়া

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিতর্কিত ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’

বাংলার ইতিহাসকে দলীয় বয়ানে বেঁধে রাখার অপচেষ্টা বিজেপির

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আগামী ২০ জুন রাজ্যজুড়ে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি সরকার। কিন্তু অনুষ্ঠান ঘোষণার পর থেকেই নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। কারণ এই অনুষ্ঠানের মোড়কে বাংলার ইতিহাসের ওই বিশেষ অধ্যায়কে নিজেদের ভাবধারা অনুযায়ী প্রচারের ভাষ্য তৈরি করছে বিজেপি।

কেননা ২০ জুনকে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রশ্নটি বহু বছর ধরেই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। এই দিনটি ১৯৪৭ সালে বঙ্গভাগের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত। সমালোচকদের বক্তব্য, বাংলার সৃষ্টি যেমন ইতিহাসের অংশ, তেমনই দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সঙ্কট এবং সামাজিক বিভাজনের স্মৃতিও এই তারিখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই জটিল ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে একপাক্ষিক উদযাপনকে সরকারি কর্মসূচিতে পরিণত করা হচ্ছে।

আদতে বিষয়টি শুধু একটি দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জেলা প্রশাসন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে একটি রাজনৈতিক বয়ানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। স্কুল-কলেজে বিশেষ অনুষ্ঠান, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা এবং সরকারি প্রচারসামগ্রীকে সামনে রেখে ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক পরিচয়কে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করার বৃহত্তর কৌশল নিয়েছে। ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ সেই প্রকল্পেরই অংশ। তাদের প্রশ্ন, ইতিহাস নিয়ে যদি সত্যিই সর্বসম্মত অবস্থান গড়ে তোলাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে আলোচনা না করে সরাসরি সরকারি নির্দেশিকা জারি করার প্রয়োজন হল কেন? বিরোধীদের কটাক্ষ, এটি পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস উদযাপনের কর্মসূচি নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শক্তিকে ব্যবহার করে বিজেপির রাজনৈতিক দর্শনকে ‘সরকারি সত্য’ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রীকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিকভাবে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার পরিকল্পনা হয়েছে, যাতে সরকারি অনুষ্ঠান এবং দলীয় রাজনৈতিক বার্তার মধ্যে সীমারেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে ২০ জুনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে এখন প্রশ্ন একটাই— এটি কি সত্যিই বাংলার ইতিহাসের নিরপেক্ষ স্মরণ, নাকি সরকারি মঞ্চ ব্যবহার করে ইতিহাসের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নতুন অধ্যায়?

আইন মেনে কাঁটাতার দেওয়া হোক, চাই পুনর্বাসন উঠল দাবি

■ রুটি-রুজি থেকে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় জমায়েত স্বরূপনগরে। বৃহস্পতিবার।

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর : পুনর্বাসন দিতে হবে, আইন মেনে কাঁটাতার দিতে হবে নচেৎ আইনি পথে আন্দোলন হবে হুঁশিয়ারি সীমান্ত লাগোয়া বাসিন্দাদের। স্বরূপনগর সীমান্তে বিএসএফের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সমস্যা। বিক্ষোভ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের। সীমান্তের গ্রামবাসীরা দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে জমি দিতে প্রস্তুত কিন্তু ২০১৬ সালে জমি মাপজোকের নিয়ম মেনেই জমি দেবে উঠছে দাবি।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা স্বরূপনগর থানার বিথারি হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারালি সীমান্ত থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সোনাই নদীর পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার সীমান্তে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। এলাকার কৃষকদের দাবি, এর আগে ২০১৬ সীমন্ত সুরক্ষার জন্য নদীর এপার থেকে ১৫০ গজ মধ্যে দিয়ে তারকাঁটা দেওয়া হবে জানিয়েছিল। কিন্তু এখন নতুন করে মাপজোক হয়েছে। বিএসএফ ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক-সহ প্রশাসনিক কর্তারা জমি মাপতে গিয়ে তাঁরা বলছেন নদীর পাড় থেকে ১২০০ গজের মধ্যে কাঁটাতার দেওয়া শুরু হবে। এই নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষ। তাঁরা বলেন, এর ফলে তাঁদের চাষের জমি থেকে বসতবাড়ি সবটাই কাঁটাতারের ওপারে চলে যাবে। তাই নিয়ে আজ হাকিমপুর মাঠে একটি প্রকাশ্য জমায়েত হয়। মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল। গ্রামবাসীদের দাবি ২০১৬ সালে যেভাবে জমি নেওয়ার কথা হয়েছিল সেই মেনে জমি আমরা দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের পুনর্বাসন দিক সরকার। বেআইনি ভাবে জোরজুলুম করে জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। কারণ আমাদের বাস্তু ভিটেই চাষবাস থেকে শুরু করে জীবন জীবিকা পুরোটাই নষ্ট হবে।

গ্রেফতার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিভাস মুখোপাধ্যায়। গড়িয়ার একটি হোটেল থেকে তাকে ধরল পুলিশ

কোর্টকে উপেক্ষা! অভিযুক্তকে আবার রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ

প্রতিবেদন : পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারে। অভিযুক্তদের সম্মানহানি করতে পারে না। কিন্তু বিজেপির পুলিশ কোর্টের পর্যবেক্ষণকে তোয়াক্কা না করে অভিযুক্তদের অসম্মান করেই চলেছে। আদালতের কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কোমরে দড়ি বা হাফ প্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় হাঁটিয়ে অবমাননা করে চলেছে কোর্টের রায়কে। বাংলায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে অপরাধ দমনে পুলিশের এই 'অ্যাকশন' নিয়ে রাজ্যজুড়ে জোর চর্চা চলছে। পুলিশের এই অতি-সক্রিয়তা বা 'স্ট্রিট জাস্টিস' সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার পরও অভিযুক্তদের অসম্মানজনকভাবে রাস্তায় হাঁটানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার ফের সেই ছবি দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার সরারহাটে।

গ্রেফতারির পর জাহাঙ্গির খানকে হাফ প্যান্ট পরিয়ে কলার ধরে রাস্তায় ঘোরাল পুলিশ। ফলতার আইসি পার্থসারথি ঘোষ বিচারপতিদের নির্দেশকে অমান্য করেই স্ট্রিট জাস্টিসের প্রবণতা বজায় রাখল। রাজ্যের নতুন সরকারের এক মাস যেতে না যেতেই ফের একবার পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে।

ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে দু'দিন আগেই গ্রেফতার করা হয় জাহাঙ্গির খানকে। তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। কিন্তু হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি হাফ প্যান্ট পরিয়ে রাস্তায় নামানো হয় অভিযুক্ত জাহাঙ্গির খানকে। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে যেভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হল তা রাজ্যের নতুন সরকারের প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব ফের একবার স্পষ্ট হল।

আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত একাধিক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের কাছে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে একটি সবিস্তার ও লিখিত রিপোর্ট তলব করেছিল। সেই নির্দেশিকার পরেও পুলিশের এই ভূমিকা প্রশ্ন তুলে দিল, আদৌ এই সরকার বিচার ব্যবস্থাকে মান্যতা দেয় তো? যদি দেয়, তাহলে আদালতের নির্দেশিকার পরও এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব কেন?

ধর্ষকদের সকালে জমা-বিকেলে খরচ!

বিজেপির বাংলায় পরপর ধর্ষণ কোথায় গেল শুভেন্দুর প্রতিশ্রুতি

প্রতিবেদন : বিজেপি ক্ষমতায় এলেই নাকি ধর্ষকদের বিপদ বাড়বে? ধর্ষণের অপরাধীদের নাকি আদালতে পাঠানোর বদলে সকালে জমা নিয়ে আর বিকেলে খরচ করবে প্রশাসন? বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন খুব বড় মুখ করে এই কথা বলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সরকারে আসতেই অন্য সব প্রতিশ্রুতির মতো ধর্ষণের বিরুদ্ধে এমন গা গরম করা পদক্ষেপের আশ্বাসও বেমালুম ভুলে গিয়েছেন শুভেন্দু। বাংলায় বিজেপি সরকারের শাসনে গত একমাসের মধ্যেই কম করে তিনটি ধর্ষণের ঘটে গিয়েছে। খাস কলকাতার বেহালা থেকে কোচবিহারের দিনহাটা কিংবা দুর্গাপুর— বারবার ধর্ষণ-গণধর্ষণ সত্ত্বেও শুভেন্দু অধিকারীর কথামতো কোথায় সেই 'সকালে জমা আর বিকেলে খরচ'-এর ব্যবস্থা? এখন রাত জেগে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ-বিপ্লব হচ্ছে না কেন?

দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় নাবালিকাকে গাড়িতে তুলে মাদক খাইয়ে গণধর্ষণ থেকে কোচবিহারের দিনহাটায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে গলায় লেগিংস পেঁচিয়ে খুন কিংবা দুর্গাপুরে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে মদ খাইয়ে হোটেলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ। বিজেপির শাসনের প্রথম মাসেই বাংলায় পরপর যৌন অপরাধে নারী-সুরক্ষা ধুলোয় মিশেছে। আর শুভেন্দু অধিকারীর সরকার মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে নিখরচায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করে নারী উন্নয়নের গল্প দিচ্ছে। অথচ এই শুভেন্দুই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন বড় বড় ভাষণ দিয়েছিলেন। বড় মুখ করে বুক চাপড়ে বলেছিলেন, রেকর্ড করে রাখুন বিরোধী দলনেতার কথা। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ধর্ষকদের জেলে পাঠাব না। সকালে জমা নেব, বিকেলে খরচ করব! কোথায় শুভেন্দুবাবু? এখন আপনার সকাল-বিকেলে জমা-খরচের হিসেব কোথায় গেল?

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন, গত এপ্রিলের মাঝামাঝি বেহালার সরশুনায় এক নাবালিকাকে গাড়িতে তুলে জোর করে মাদক মেশানো চকোলেট খাইয়ে গণধর্ষণ এবং আপত্তিকর ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ সামনে আসে। বিজেপি সরকার গঠনের পর একমাস বাদে পকসো আইনের ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত সেই মামলায় একজন অভিযুক্তকেও গ্রেফতারের খবর নেই! আবার, চলতি মাসের শুরুতেই দিনহাটায় ধর্ষণের পর গলায় লেগিংস পেঁচিয়ে খুন করা হয় এক নাবালিকাকে। পরদিন পাটখেত থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় গৃহশিক্ষককে গ্রেফতার করা হলেও 'দৃষ্টান্তমূলক' ব্যবস্থা এখনও অধরা।

দুর্গাপুরেও অষ্টমের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হলেও তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, কলকাতার ট্যাংরাতেও বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে ২ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল। সরকারে এসে বিজেপির পুলিশ ৪১ দিন পর সেই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে, তদন্ত তো দূরঅস্ত! কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর পুলিশ প্রশাসন এখনও পর্যন্ত শুভেন্দুকে সকাল-বিকেলে জমা-খরচের হিসেব দিতে পারেনি! বিজেপি জমানার শুরুতেই পরপর তিন-চারটি ধর্ষণ-গণধর্ষণের পর এখন বিপ্লব-প্রতিবাদ হচ্ছে না কেন? এখন কেন সরব হচ্ছেন না আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের বিধায়িকা মা? এখন তো রাত জেগে রাস্তা দখল হচ্ছে না কেন? জবাব দিক বিজেপি!

জেলা পরিষদে কোনও দুর্নীতি হয়নি, চ্যালেঞ্জ সভাধিপতির

সংবাদদাতা, হাওড়া : জেলা পরিষদ পরিচালনায় কোনও দুর্নীতি বা স্বজনপোষণ হয়নি। জেলা প্রশাসনের পরামর্শ বা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের অনুমোদন ছাড়া কোনও কাজ করিনি। বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস ও সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য একথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন। হাওড়া জেলা পরিষদের ৪২টি আসনের মধ্যে ৪১ জনই তৃণমূলের। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন সদস্য বর্তমান সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা ও সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য বলেন, আমি ৯৮ সাল থেকে জেলা পরিষদে আছি। কেউ কোনওদিন আমার দিকে আঙুল তুলতে পারেনি। সরকারে থাকাকালীন সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করে এখন ওদের একথা মনে হচ্ছে। অনেক সিনিয়র বিধায়ক, সাংসদরাই এমনটা করছেন। সেই জায়গায় ওদের আর দোষ কী। তবে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি কোনও দুর্নীতি করিনি। বর্তমান প্রশাসন প্রয়োজনে তদন্ত করুক। আমরা তৈরি। কিন্তু দুর্নীতি প্রমাণ করতে না পারলে যাঁরা এই মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন তাঁদের কী শাস্তি হবে? তবে যদি দেখি বেশিরভাগ সদস্য আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাহলে ভোটাভুটি লাগবে না। আমরা নিজেই সরে যাব। উল্লেখ্য, ২৫ জন তৃণমূলের সদস্য দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বর্তমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস ও সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করতে চেয়ে প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন।

হাওড়া

বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস ও সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য।

বহিষ্কৃত বিধায়ক

(প্রথম পাতার পর) তিনি জানতে চান, যদি কোনও রাজনৈতিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে বহিষ্কার করে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি কীভাবে বিরোধী দলনেতার পদে আসীন হতে পারেন? একই সঙ্গে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার পর স্পিকারের তরফে কেন কোনও পৃথক বিজ্ঞপ্তি বা আনুষ্ঠানিক নির্দেশ জারি করা হয়নি। তার প্রেক্ষিতে, বিধানসভা শুরুর আগে নতুন করে আসন সংরক্ষণ না করার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। যদিও সেই আবেদন মান্যতা দেয়নি আদালত। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য মামলার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে, স্পিকারের অবস্থান এবং সিদ্ধান্তের পক্ষে বিস্তারিত বক্তব্য আদালতের সামনে তুলে ধরার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত হলফনামা দাখিল করতে চান। সেই কারণে কিছু সময়ের আবেদন জানানো হয়। আদালত রাজ্যের সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৬ জুন।

মিথ্যা অভিযোগে অশান্তির চেষ্টা
বারুইপুরের স্কুলে বিজেপির গুন্ডামি

সংবাদদাতা, বারুইপুর : 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়ায় বারুইপুরের এক স্কুলে অভিযুক্ত ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি আশ্রিত একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের গুন্ডামিতে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারুইপুরের মদারাট পপুলার অ্যাকাডেমি স্কুল চত্বর। স্কুলের অন্দরে শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে পড়ুয়াদের আটকে রেখে হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভে লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। পরে জানা যায়, অভিযুক্ত ছাত্র নাকি কোনও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানই দেয়নি!

উত্তপ্ত ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

গত ৪ জুন, বারুইপুরের ওই বেসরকারি স্কুলে দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে তার সহপাঠীরা মারধর করে। সেই মুহূর্তের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায়, 'জয় শ্রীরাম' বলায় এক ছাত্রকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করছে সহপাঠীরা। ছেলেটি কান ধরে ক্ষমা চাওয়ার পরও তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারা হচ্ছে। কানে ব্যথা বলে কাকুতি-মিনতি করলেও মার থেকে রেহাই মিলছে না। যদিও পরে জানা যায়, ওই ছাত্র 'জয় শ্রীরাম' বলেনি। অন্য একজন 'জয় শ্রীরাম' বলে সমাজমাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেছিল। তাঁর সঙ্গে ওই ছাত্রের চেহারাগত মিল থাকায় তাকেই মারধর করা হয়। এদিকে, ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপি-সহ একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ধর্ম-আক্রান্ত বলে সরব হয়। বুধবার স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডাকা। কিন্তু সকাল থেকেই স্কুলের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। বিক্ষোভ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠলে স্কুলের মধ্যে আটকে পড়েন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। মিথ্যা অভিযোগকে সত্যি বলে প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে শিক্ষাঙ্গনে ঝামেলা পাকায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে অনুরোধ করলেও ফল না হওয়ায় লাঠিচার্জ করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

12 June, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১২ জুন ২০২৬
শুক্রবার

বৃহস্পতিবার ভোরে হিলির গোবিন্দপুর সীমান্ত থেকে উদ্ধার হল প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট। এই ঘটনায় রাশিদুল মোল্লা (৩৮) নামে স্থানীয় এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়

জন্মদিনের দিন শিশুকন্যার শ্লীলতাহানি! প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত মা হাসপাতালে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো সরকারের রাজত্বে ফের প্রশ্নের মুখে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা। জন্মদিনেই দু'বছরের শিশুকন্যা শ্লীলতাহানির শিকার! পৈশাচিক, ন্যক্কারজনক ঘটনার ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির। ঘটনার প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন মা। গুরুতর অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি মৃত্যু সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই ঘটনা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিজেপি সরকারের শপথ নেওয়ার একমাসের মধ্যেই তলানিতে ঠেকছে নারী নিরাপত্তা। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। পর পর খবরে আসা লজ্জাজনক এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভ উগের দিয়েছেন রাজ্যের বাসিন্দারা। ঠিক কী ঘটেছিল এদিন? এক পরিযায়ী মধু বিক্রেতার নাবালিকা কন্যাকে শ্লীলতাহানি এবং প্রতিবাদ করায় মা-সহ পরিবারের তিন সদস্যকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার গোপালপুর এলাকার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় নাবালিকার মাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহার থেকে আসা একদল মধু বিক্রেতা দীর্ঘদিন ধরে করণদিঘির গোপালপুর এলাকায়

অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করছেন। বৃহস্পতিবার রাতে ওই পরিবারের এক দুই বছরের শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁবুতে একটি ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অভিযোগ, গভীর রাতে অনুষ্ঠান চলাকালীন বেশ কয়েকজন স্থানীয় দুষ্কৃতী আচমকাই তাঁদের তাঁবুতে চড়াও হয়। সেখানে উপস্থিত পরিবারের ১৩ বছর বয়সী নাবালিকা কন্যাকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। নাবালিকার চিৎকার শুনে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসেন মা পূজা দেবী। অভিযোগ, সেই সময় গোপালপুরের বাসিন্দা ওই দুষ্কৃতীরা পূজা দেবীর উপর লাঠি ও বাঁশ নিয়ে নৃশংস হামলা চালায়। স্ত্রীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন স্বামী শুভম ধামী এবং তাঁর বোন (নাবালিকার পিসি)। দুষ্কৃতীরা তাঁদেরও রেয়াত করেনি, বাঁশ ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। জখম পরিবারের এক সদস্য জানান, মেয়ের চিৎকার শুনে আমরা বাঁচাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমাদের ওপর বাঁশ-লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্মমভাবে মারা হয়েছে আমাদের। আক্রান্তদের চিৎকার শুনে আশেপাশের স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে বেগতিক বুঝে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিঘি থানার পুলিশ। রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করে প্রথমে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পূজা দেবীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দ্রুত রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকিরা গ্রামীণ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোপালপুর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বহিরাগত পরিযায়ী পরিবারের ওপর এই ধরনের হামলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নাবালিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। করণদিঘি থানায় ইতিমধ্যেই একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন রায়গঞ্জের বাসিন্দারা।

মালদহে ঝড়ে ছাদ ভেঙে তছনছ হল প্রেস কর্নার

ভেঙে পড়েছে ছাদের একাংশ।

প্রতিবেদন : প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মালদহ। বৃহস্পতিবার ঝড়ের দাপটে গাছ পড়ে ভেঙে গেল প্রেস কর্নার। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা। এদিন প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে গাছে একটা বড় অংশ প্রেস কর্নারের টিনের চালের উপর ভেঙে পড়ে। শুধু তাই নয়, গাছের একটি বড় ডাল ছাদের টিন ভেদ করে ঢুকে যায় ঘরের ভিতরে। প্রেস কর্নারের যে চেয়ারে বসে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়, তার ঠিক ওপরেই এসে পড়ে গাছের ভাঙা ডালের একটা বড় অংশ। ঘটনাস্থলে নামানো হয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতরের কুইক রেসপন্স টিম। গাছের ভাঙা অংশটি কেটে নামানো হয়েছে। তবে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। প্রাশসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ।

বিয়ের জন্য চাপ দিতে টাওয়ারে উঠল প্রেমিক

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : এ যেন শোলে সিনেমার দৃশ্য! বৃহস্পতিবার সকালে শোলে সিনেমার অনুকরণে এক নাটক মঞ্চস্থ হল আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের ধনিরামপুরে। সাতসকালে গ্রামের মানুষজন যখন সবে প্রাত্যহিক কাজ শুরু করেছে, ঠিক তখনই কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারীর নজর যায় স্থানীয় একটি মোবাইল টাওয়ারে। দেখা যায় সেখানে চড়ে বসে রয়েছেন স্থানীয় যুবক সুব্রত রায়।

শোলে কাণ্ড

তাঁকে ওই অবস্থায় মোবাইল টাওয়ারে বসে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মুহূর্তের মধ্যে গ্রামে আগুনের শিখার মতো ছড়িয়ে পড়ে এই খবর। ওই যুবকের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে দ্রুত পুলিশ ও দমকলে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। টাওয়ারের নিচ থেকে স্থানীয় মানুষজন যতই সুব্রতকে নিচে নেমে আসবার কথা বলতে থাকে, ততই আরও উপরে চড়তে শুরু করেন। তাঁর একটাই বক্তব্য যে, নাবালিকা প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতেই হবে। যুবকের পরিবার সূত্রে জানা যায় যে, বছর দুই আগে প্রেমের সূত্রে নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সুব্রত। যে কারণে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে টানা দু'বছর হোমে থাকতে হয় তার প্রেমিকাকে। সম্প্রতি তার নাবালিকা প্রেমিকা বাড়িতে ফিরে আসায়, ফের তাকে বিয়ে করতে উঠে পড়ে লেগেছে সুব্রত। কিন্তু প্রেমিকা এখনও নাবালিকা থাকায় আইনের ভয়ে তার বিয়ে দিতে পারছে না পরিবার। খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী ও দমকল ছুটে গিয়ে প্রায় ৪০ মিনিটের চেষ্টায় ওই বিয়ে পাগল যুবককে নিচে নামিয়ে আনলে সমাপ্তি ঘটে শোলের রিমিক্স কপির। সুব্রতর পরিবার জানায়, বিয়ের বয়স হলে তাদের বিয়ে দিতে আমাদের আপত্তি থাকবে না। আগে ওরা সাবালক হোক।

যুবককে নামাতে হিমসিম খায় পুলিশ।

ঝড়-বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড উত্তর দিনাজপুর পড়েছে বহু গাছ, উড়েছে ঘরের চাল

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসকে মিলিয়ে দিয়ে ১১ জুন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে দফায় দফায় বৃষ্টি। বাদ যায়নি উত্তর দিনাজপুর জেলাও। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলার আকাশ ছিল মেঘলা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় চারপাশ এবং শুরু হয় প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাত। একটানা এই প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকের পাশাপাশি রায়গঞ্জ শহরের স্বাভাবিক জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শহরের একাধিক নিচু এলাকা এবং প্রধান রাস্তাগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ এই ভারী বৃষ্টির জেরে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েছেন অফিসগামী মানুষ এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। বৃষ্টির তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বহু পথচলতি মানুষকে রাস্তার ধারের দোকান বা বাসস্ট্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়। গণপরিবহন কম থাকায় গন্তব্যে পৌঁছাতে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। টানা বর্ষণে দুর্ভোগ বাড়লেও, গত কয়েকদিনের অসহ্য গরম এবং ভ্যাপসা আবহাওয়া থেকে এই বৃষ্টি সাময়িক স্বস্তি এনে দিয়েছে। তীব্র দাবদাহের পর এই বৃষ্টিতে আবহাওয়া অনেকটাই শীতল হয়েছে, যা জেলাবাসীর কাছে একটা বড় পাওনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, এখনই বৃষ্টি থামার কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ-সহ বিভিন্ন জেলায় এই বৃষ্টিপাতের ধারা বজায় থাকবে। কিছু কিছু এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

টাকার লোভে দিদাকে খুন

প্রতিবেদন : টাকার লোভে বৃদ্ধা দিদাকে নৃশংসভাবে খুন করল নাতি! মালদহের চাঁচলের কলিগ্রাম এলাকার ঘটনা। গত ১ জুন আরতি দাস (৭০) নামক এক বৃদ্ধার হত্যাকাণ্ডের এই ঘটনা ঘটে। ১০ দিন পরে গ্রেফতার হল খুনি নাতি। গত ১ জুন কলিগ্রাম দক্ষিণপাড়ার নিজের বাড়ি থেকেই বৃদ্ধা আরতি দাসের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। শোবার ঘরে পড়ে থাকা দেহটি দেখে প্রাথমিকভাবে খুনের বিষয়টি নিশ্চিত হয় পুলিশ। জানা যায়, একটি সাঁড়াশি দিয়ে আঘাত করে নির্মমভাবে তাঁকে খুন করা হয়েছে।

শিলিগুড়ির আকাশে আচমকা ড্রোন, আতঙ্ক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ফুলবাড়ি এলাকায় আচমকাই দেখা গেল একটি অজানা ড্রোন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার অধীন ডাবগ্রাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের সামনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ করেই আকাশে একটি ড্রোন উড়তে দেখা যায়। ড্রোনটি কিছুক্ষণ এলাকায় ঘোরাফেরা করার পর ডাবগ্রাম পুলিশ ব্যাটালিয়নের সামনে এসে পড়ে। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে

ড্রোনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ড্রোনটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে ড্রোনটির মালিকানা বা এটি কোথা থেকে এসেছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে ঘটনাটি ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনাস্থল থেকে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের দূরত্ব প্রায় ২ কিলোমিটার। ফলে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তার নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ড্রোনটি কি কোনও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল? অন্য কোনও উদ্দেশ্য? উঠেছে এসব প্রশ্নও। পাশাপাশি শিলিগুড়ির বাসিন্দারা নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেন, শহরে দুষ্কৃতীরাজ বাড়ছে, এখন আবার অজানা ড্রোন উড়তে দেখা যাচ্ছে। কোথায় শহরবাসীর নিরাপত্তা? কোথায় প্রশাসন?

বর্ষার শুরুতেই বিপদ, চিন্তা বাড়াচ্ছে জলপাইগুড়ির নদী ভাঙন।

আমার বাংলা
12 June, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শান্তিপুরে বাসকর্মীকে পিটিয়ে খুন

নিরাপত্তা চেয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘট

সংবাদদাতা, নদিয়া : কর্মীকে পিটিয়ে খুনের প্রতিবাদে শান্তিপুরের তিনটি রুটে অনির্দিষ্টকালের বাস ধর্মঘট শুরু হল। কৃষ্ণনগর-রানাঘাট, কালনাঘাট-কৃষ্ণনগর এবং কালনাঘাট-দত্তফুলিয়া, এই তিন রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নদিয়ার শান্তিপুরে এক বাসকর্মীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে টোটোচালকদের বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, বাসকর্মী চিরঞ্জিত বিশ্বাস শান্তিপুর থানার অধীন নৃসিংহপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় থাকতেন। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন টোটোচালকের সঙ্গে তাঁর বচসা বাধে। বচসার জেরে দুই টোটোচালক চিরঞ্জিতকে বেধড়ক মারধর করেন। মারের চোটে ঘটনাস্থলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান চিরঞ্জিত। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয়। টোটোচালকদের বিরুদ্ধে শান্তিপুর থানায় নালিশ করা হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দত্তফুলিয়া রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অনেকে বাধ্য হয়ে টোটো, অটো কিংবা অন্য গাড়িতে ধরেছেন।

ফাঁকা বাসস্ট্যান্ড। কোনও বাস ছাড়েনি এদিন।

মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। বাসকর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন রুটে বাসকর্মীদের মারধর ও হেনস্থা করা হচ্ছে। বারবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে নিরাপত্তা মেলেনি। তাই চিরঞ্জিতের মৃত্যুতে তাঁরা জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলছেন। শান্তিপুর থানায় গিয়ে বাসকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বাসকর্মীরা। যতদিন না দাবি পূরণ হচ্ছে, আন্দোলন চালিয়ে হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

তৃণমূল নেতাকে সবুজ আবির মাখিয়ে নিগ্রহ

তৃণমূল নেতাকে সবুজ আবির মাখিয়ে নিগ্রহ করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন : জেলায় জেলায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নিগ্রহ চলছেই। বারাবনি বিধানসভার মাইথন লেফ্ট ব্যাঙ্ক অঞ্চলের ঘটনা। বিজেপি কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হলেন তৃণমূল নেতা বিজয় সিং। সম্প্রতি বিজয় অনুগামীদের নিয়ে বারাবনির বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ রায়ের ভাই তথা বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যান। সেখানে তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য দেখানোর পরিবর্তে সবুজ আবির মাখিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন বিজেপি নেতারা। শুধু তাই নয়, তোলাবাজ আখ্যা দিয়ে হেনস্থাও করা হয়। স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এভাবে হেনস্থা হতে হবে ভাবেননি বিজয়। অথচ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিভিন্ন বৈঠকে বিরোধী দলের লোকজনকেও ডাকছেন। সেটা করতে গিয়েই নজিরবিহীন পরিস্থিতির মুখে পড়লেন তৃণমূল নেতা বিজয়। বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। শুধু তাই নয়, বিজয়কে সবুজ আবির মাখিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন বিজেপি নেতারা।

একটা সময় বারাবনি বিধানসভার মাইথন লেফ্ট ব্যাঙ্ক অঞ্চলে বিজয় এবং তাঁর দলবলের দাপট ছিল। অভিযোগ, কিছুদিন আগে বিজয়কে গেরুয়া আবির মেখে দেখা গিয়েছে। তারপরেই আসানসোলের বিজেপি পার্টি অফিসে গেলে অভিজিৎ তাঁকে সবুজ আবির মাখিয়ে, তীব্র ভর্ৎসনা করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। অপমানিত হয়ে দ্রুত বিজেপি অফিস থেকে বেরিয়ে যান বিজয়। পরে বলেন, সৌজন্যের আর কোনও দাম রইল না। জয়ের গৌরবে বিরোধী দলের নেতাকে এইভাবে হেনস্থা করা ওদের উচিত হয়নি।

পুরুলিয়া শহরের নডিহাতে জেলা ট্রাফিক সদর দফতর

হকার উচ্ছেদের নোটিশ দেখছেন হকাররা।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : জেলার ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ও আধুনিক করতে পুরুলিয়া শহরের নডিহাতে জেলা ট্রাফিক হেড কোয়ার্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল বৃহস্পতিবার। নতুন সদর দফতরের উদ্বোধন করেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপারের পাশাপাশি ছিলেন ট্রাফিক বিভাগের অন্য আধিকারিকরাও। এদিন ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত পুলিশ কর্মী, হোমগার্ড ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের হাতে রোদে দায়িত্ব পালনকে কিছুটা স্বস্তিদায়ক করতে ছাতা, টুপি, কিট ব্যাগ সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি জানান, জেলার ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ফুলিয়া রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদের নোটিশ

সংবাদদাতা, নদিয়া : আগের রাজ্য সরকারের মানবিক মুখ দেখেছেন হকাররা। তা ফুটপাথই হোক বা রেলস্টেশন। নতুন বিজেপি সরকার আসার পর থেকেই সেই মানবিক মুখ উধাও। একের পর এক রেল স্টেশনে নোটিশ জারি করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা হকারদের। এই পর্বে এবার ফুলিয়া রেল স্টেশনে পড়ল হকার উচ্ছেদের নোটিশ। মূলত দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা রেলের জায়গায় ছোট বড় দোকান করে ব্যবসা করেছিলেন, তাঁদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্টেশনের হকারগিরি করে পরিবারের সকলের জন্য দু'মুঠো অন্ন সংস্থান করেন, কিন্তু সেই সমস্ত হকারদের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ অমানবিক এবং স্বৈরাচারী পদক্ষেপ। তবে এ নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। মূলত প্রশ্ন উঠছে এতদিন যাঁরা ছোট বড় দোকান করে সংসার চালাচ্ছিলেন তাঁরা এখন কী করবেন? সেই পরিস্থিতির মধ্যেই ফুলিয়া রেল স্টেশনে দেখা গেল রেলের তরফে নোটিশ। স্থানীয় হকার তপন বসাক জানালেন, নোটিশে বলা হয়েছে ২৫ তারিখ হকার উচ্ছেদে নামবে রেল প্রশাসন। ২৪ তারিখের মধ্যে সকলকে স্বেচ্ছায় উঠে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা কোথায় যাব, কী করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

হকার উচ্ছেদের নোটিশ দেখছেন হকাররা।

শিশুদের খাবারে মৃত টিকটিকি লালগড়ে অসুস্থ অনেকে, চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আইসিডিএসের পুষ্টিকর খাবারে মৃত টিকটিকি! অসুস্থ শিশুদের হাসপাতালে ভর্তি ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঝাড়গ্রামের লালগড়ের একটি আইসিডিএস কেন্দ্রের ঘটনা। শিশুদের জন্য তৈরি খাবারে মৃত টিকটিকি উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করেই বিপত্তি। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিভাবকেরা। যে সমস্ত শিশু ওই খাবার খেয়েছিল, তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত লালগড় হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। পরে বিষয়টি জানানো হয় বিধায়ককে। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের সদস্যরা শিশুদের নিয়ে লালগড় হাসপাতালে যান। বর্তমানে তাদের চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কারও শারীরিক অবস্থার অবনতি না হলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শিশুদের পুষ্টিকর খাবারে কীভাবে মৃত টিকটিকি এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

লাল সতর্কতার মধ্যেই ঝাড়গ্রামে স্বস্তির বৃষ্টি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গত কয়েকদিনের তীব্র দাবদাহ ও অস্বস্তিকর গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার বাসিন্দারা। এরই মধ্যে আবহাওয়া দফতরের জারি করা লাল সতর্কতার মধ্যেই বৃহস্পতিবার বিকেলে ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয় তুমুল ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিপাত। বিকেলের দিকে আচমকাই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। এরপর শুরু হয় প্রবল দমকা হাওয়া, বজ্রপাত এবং ভারী বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টির জেরে বেশ কিছু এলাকায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ার খবর মিলেছে। কোথাও কোথাও সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের গরমের পর এই বৃষ্টিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সাধারণ মানুষ। তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় আবহাওয়ায় এসেছে শীতলতা। জল জমলেও বৃষ্টিকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলার বাসিন্দারা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক ঘণ্টা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অপ্রয়োজনীয় কারণে বাইরে না বেরোনোর এবং নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্কুলে ক্লাস চলাকালীন ছাদের চাঙড় ভেঙে জখম তৃতীয় শ্রেণির তিন ছাত্র। বুধবার বারাবনির আমনলার ঘটনায় জখম ছাত্রদের কেলেজোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়

আমার বাংলা

12 June, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১২ জুন ২০২৬
শুক্রবার

সরকারের সঙ্গে বৈঠক তিন তৃণমূল সাংসদকে নিয়ে ক্ষুব্ধ জেলার মানুষ

সংবাদদাতা, বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ জেলার তিন তৃণমূল সাংসদ বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোয় তাঁদের নিয়ে বিরূপ চর্চা শুরু হয়েছে জেলায়। এই ঘটনায় বিভিন্ন এলাকায় বহু মানুষই রীতিমতো ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, বিজেপিকে হারাতেই ঘাসফুলে ভোট দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পালাবদল হতেই দল ছেড়ে পালাচ্ছেন

মুর্শিদাবাদ সাংসদরা। বহরমপুর, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান, খলিলুর রহমান ও আবু তাহের খানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কেউ বলছেন গদ্দার, কেউ আবার ওই তিন সাংসদকে হিন্দু ব্রাহ্মণ সাজিয়ে নানা নামে অভিহিত করছেন। ফেসবুকে কেউ লিখেছেন আবু তাহের আর সাংসদ হতে পারবেন না, তাঁর রাজনৈতিক জীবন শেষ। অন্যদিকে খলিলুর রহমানকে নিয়েও বিতর্ক পেছন ছাড়েনি। এগুলো মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জেলার অনেক ভোটারের কথায়, ৯০ শতাংশ মুসলিম ভোট নিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের এই সাংসদরা। জেতার পরেই বিজেপিকে সমর্থন করে নীতি বিসর্জন দিয়েছেন। মানুষ এঁদের ক্ষমা করবে না। যদিও ইউসুফ পাঠান বলেছেন, জেলার উন্নয়নের জন্যই তিনি বিজেপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিজেপিকে সমর্থনের বিষয় নেই। অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ আবু তাহেরও একই সুরে বলেন, উন্নয়নের স্বার্থেই, বিশেষ করে রেলের বিভিন্ন উন্নয়ন নিয়ে তিনি একসঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিজেপিতে চলে যাননি, যাওয়ার প্রশ্নই নেই।

দলের মিডিয়া সেল ইনচার্জ তথা মুখপাত্রই কিনা বালিমাফিয়া

অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ বিজেপিকর্মীদের

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : নিজের দলের কর্মী-সমর্থকদেরই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপির মিডিয়া সেলের ইনচার্জ কৌশিক মাঝি। এবার তাঁকে লক্ষ্য করেই 'চোর চোর' এবং 'বালিমাফিয়া' স্লোগান তুলে সরব হলেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরাই। ঘটনাকে ঘিরে বুধবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় বুদবুদ থানার চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইদাসপাড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপির মুখপাত্র কৌশিক মাঝি বুধবার রাতে ওই এলাকায় যান। অভিযোগ, অবৈধ বালি কারবার সংক্রান্ত সেটিং করতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপির একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় চলা অবৈধ বালি ব্যবসার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এমনকি বালি কারবারিদের নানা কাজে তিনি সক্রিয় মদত দিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ ওঠে। এই খবর ছড়িয়ে

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দলের কর্মীদের বিক্ষোভ।

বুদবুদ পড়তেই এলাকার বেশ কিছু বিজেপিকর্মী ও সমর্থক ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের একাংশই পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ আসতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কৌশিক মাঝিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপিরই একদল কর্মী-সমর্থক। তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর', 'বালিমাফিয়া দূর হটো' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। ক্রমশ পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠলে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই কৌশিককে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময়ও বিক্ষোভকারীরা একই স্লোগান দিতে থাকেন ওই নেতার বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, অবৈধ বালি কারবার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসছিল। সেই অভিযোগকে ঘিরেই প্রকাশ্যে দলের এক নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিজেপিরই কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাসপাতাল-চত্বর থেকে উচ্ছেদের নোটিশে উদ্বিগ্ন

প্রতিবেদন : আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাঁচিলের গায়ে বেশকিছু দোকান অবৈধভাবে তৈরি হয়েছিল। হাসপাতালে ঢোকার দ্বিতীয় গেট তৈরি করতে দখলদারদের সরে যেতে নোটিশ দেয় পূর্ত দফতর। তারজন্য সাত দিন সময় দেওয়া হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই জবরদখল উচ্ছেদ সরানোর জন্য বুলডোজার চালানো হচ্ছে। সেই আশঙ্কা থেকেই সময় দোকান খুলে নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তবে দোকান তুলে দেওয়ায় রুজি-রুটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, সরকার পুনর্বাসন দিলে ভালো হয়। না হলে সংসার চালাতে বিপাকে পড়তে হবে। মেডিকেলের সামনে চায়ের দোকান রয়েছে স্বপন সরকারের। তিনি বলেন, প্রায় ৫০ বছর ধরে আমার দোকান রয়েছে। এই দোকান থেকেই সংসার চালাচ্ছিলাম। কিন্তু, এখন নোটিস পেয়ে অস্থায়ী দোকানের সব সামগ্রী সরিয়ে নিতে হয়েছে। বাড়িতে ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করছে। তার বিপুল খরচ। কীভাবে সংসার চলবে জানি না। ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহের জন্য

নোটিশ পেয়ে খোলা হচ্ছে দোকান।

আরামবাগ আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হলে ভাল হত। বেকারির দোকানদার শেখ ফারুক হোসেন বলেন, দীর্ঘদিন হয়ে গেল এখানে ব্যবসা করছি। গত বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য নোটিস পাই। তখন দোকানের নির্দিষ্ট অংশ ভেঙে নিতে হয়েছিল। ভেবেছিলাম ছোট পরিসরেই দোকান চালাতে পারব। কিন্তু, দিন সাতেক আগে ফের সরে যাওয়ার নোটিস পাই। সামনে পাইকারি দোকান থাকলে আর খুচরো ব্যবসা করা সম্ভব নয়। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হলে সুবিধা হত। অধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ রায় বলেন, দ্বিতীয় গেটের জন্য প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়ে রয়েছে। কলেজ তৈরির সময় জমি না মেলায় করা যায়নি। দখলদাররা সরলে পূর্ত দফতর গেট তৈরির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। উল্লেখ্য, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপি বিধায়করা। হাসপাতালে ঢোকার একটি মাত্র গেটে চাপ বাড়ায় দ্বিতীয় গেট তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই এই নোটিশ।

কানে হেডফোন ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, কাঁথি : কানে হেডফোন গুঁজে রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। বুধবার বিকেলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে আসে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি ১ ব্লকের কান্টাই গ্রামে। বুধবার বিকেলে মৃত রাজা সিট (২৪) ও তাঁর দুই বন্ধু একসঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। কানে হেডফোন লাগানো ছিল রাজার। ঠিক সেই সময়ে দিঘা-তমলুক রেললাইনের শীতলপুর স্টেশনের কাছে রেললাইন পেরোতে গিয়ে আচমকা চলে আসা দিঘাগামী ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় রাজার। বুধবারের এই ঘটনার পরেই রাজার দুই বন্ধু তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়।

শবর ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে পৌঁছে যাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের আলোকবৃত্তে

প্রতিবেদন : জঙ্গলমহলে শিক্ষার আলো পৌঁছে গিয়েছে আদিম জনজাতি শবর সম্প্রদায়ের মধ্যেও। এ বছর মাধ্যমিকে ৩০ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ১৭ জন শবর পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছে। রাজ্যের দুই বোর্ডের দুটি পরীক্ষায় এক বছরে একসঙ্গে ৪৭ জন শবর পড়ুয়ার এই সাফল্য সর্বকালীন রেকর্ড। এর ফলে উৎসাহ বেড়েছে শবর খেড়িয়া কল্যাণ সমিতির। এই আলো জ্বালানোর কাজটা সমিতি শুরু করে চার দশক আগে। পশ্চিমবঙ্গ শবর-খেড়িয়া কল্যাণ সমিতির বর্তমান ডিরেক্টর প্রশান্ত রক্ষিত ১৯৮৩-র নভেম্বরে খানিকটা পথ ভুলেই এসে পড়েন সমিতির অঙ্গনে। শহুরে জীবনে অভ্যস্ত প্রশান্তর শবরদের জঙ্গলনির্ভর জীবন সম্পর্কে প্রথম দিকে তেমন কোনও ধারণা ছিল না। পুঞ্চার রাজনওয়াগড়ের বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক গোপীবল্লভ সিংহদেও তখন শবরদের সভ্যতার আলোয় নিয়ে আসার জন্য কাজ করছেন। যোগ দেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারজয়ী সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীও। সেই থেকে আদিম এই জনজাতির সঙ্গে মিশে গেলেন প্রশান্ত। রাজনওয়াগড়ে সমিতির কার্যালয়ই এখন তাঁর ঠিকানা। প্রশান্তর কথায়, শবররা খুবই পিছিয়ে থাকা

এবার রেকর্ড সাফল্য এল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে

একটি জনজাতি। কিছু করতে হবে ওদের জন্য, শুধু এটুকু ভেবেই চলে এসেছিলাম। তাঁর বক্তব্য, 'সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আগে শবরদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। সমিতির হয়ে সেই কাজ যখন ছুঁয়েছি শুরু করি, তখন একজনকেই পেয়েছিলাম, যিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসলেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি। সেই জায়গা থেকে শুরু হয় শবরদের দরজায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার লড়াই। এর জন্য সইতে হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রুপ। সব কিছু উপেক্ষা করে টিউশন পড়িয়েই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগিয়েছি। কাজটা খুবই কঠিন ছিল। কারণ, ওঁদের জীবন মানে তখন দিনভর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো আর শিকার করা। বেলা শেষে কুঁড়েঘরে ফিরে একবার খাওয়া। লেখাপড়া বলে কিছু ছিলই না ওঁদের রোজনামচায়। সেখান থেকে ওদের আসতে হয়েছে লেখাপড়ায়। ২০২১ থেকে চলতি বছর পর্যন্ত

পশ্চিমবঙ্গ শবর খেড়িয়া কল্যাণ সমিতির ক্লাস রুম।

মাধ্যমিক উত্তীর্ণের সংখ্যা ১১০, উচ্চ মাধ্যমিকে ৫২। প্রশান্তর কথায়, শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও এগিয়ে চলেছে শিক্ষাক্ষেত্রে। মাধ্যমিক পাশ ১১০ জনের মধ্যে ছাত্র ৪৭, ছাত্রী ৬৩। উচ্চ মাধ্যমিকেও ২৫ জন ছাত্রের সঙ্গে পাশ করেছে ২৭ ছাত্রী। অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া।' মাধ্যমিক উত্তীর্ণদেরই একজন বান্দোয়ানের চিরুডি গ্রামের বাসিন্দা রাজলক্ষ্মী শবরের বাবা নির্মল ও মা সজনী দুজনেই নিরক্ষর। পেশায় দিনমজুর নির্মলের কথায়, আমি পড়াশোনা করতে পারিনি। তবে রাজলক্ষ্মী আর আমার অন্য দুই মেয়েকেও পড়াশোনা করাচ্ছি। মানবাজার ২ ব্লকের কাশীপুর গ্রামের বাসিন্দা জিলাপি শবরও এবার মাধ্যমিক পাশ করেছে। তার বক্তব্য, বাবা-মা কেউই লেখাপড়া করতে পারেনি। আমরা তিন বোন পড়াশোনা করছি। দিদি নার্সিং পড়ছে। দিদির মতো আমিও নার্স হতে চাই। বরাবাজার ব্লকের ফুলঝোর গ্রামের সত্যজিৎ শবর এ বার উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়েছে। সে জানায়, দাদা ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করে এখন গুজরাটের শ্রমিক। বাবা মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোননি। মা নিরক্ষর। সত্যজিৎ শারীর যশিক্ষা নিয়ে পড়তে চায়। মানবাজার ১ ব্লকের কুদা গ্রামের বাসিন্দা সুবোধ শবরও এ যবার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। শারীরশিক্ষা নিয়ে পড়ার ইচ্ছা তারও। পশ্চিমবঙ্গ শবর খেড়িয়া কল্যাণ সমিতির সম্পাদক জলধর শবর বলেন, পড়াশোনা করাটা শবরদের অভ্যাসের মধ্যেই ছিল না। আগে ওদের স্কুলে নিয়ে যেতে হবে, এটাই আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলাম। এত বছরের চেষ্টার পর এখন কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।

দিল্লি দরবার

12 June 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৫ সেকেন্ডে ১০ রাউন্ড গুলি। বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানার ফাওয়ারা চক হাঁসি এলাকায় তরুণ জিম মালিক দীপককে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল বন্দুকবাজরা

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফের রাজ্যসভায় মল্লিকার্জুন খাড়্গে

নয়াদিল্লি : বিনা লড়াইতেই কর্নাটক থেকে রাজ্যসভায় পুনর্নির্বাচিত হলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিক মল্লিকার্জুন খাড়্গে। পাশাপাশি কর্নাটকের অন্য তিনটি আসন থেকেও কোনও লড়াই ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেস ও বিজেপির প্রার্থীরা।

বৃহস্পতিবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে স্ক্রুটিনিতে এক নির্দল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হতেই চারজন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার। খাড়্গে ছাড়াও কর্নাটক থেকে কোনও ভোটাভুটি ছাড়াই রাজ্যসভায় নির্বাচিত হলেন এআইসিসি সম্পাদক মনসুর আলি খান, কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের চেয়ারপার্সন পবন খেরা। অন্য আসনটিতে বিজেপি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, কর্নাটকের এই ৪টি রাজ্যসভা আসনের জন্য আগামী ১৮ জুন নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। ৪ জন দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি এক নির্দল প্রার্থী-সহ মোট ৫ জন মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার স্ক্রুটিনির সময় নথিপত্রে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় ওই নির্দল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দেন রিটার্নিং অফিসার। ফলে ময়দানে শুধুমাত্র ৪ জন প্রার্থীই অবশিষ্ট ছিলেন। আসন সংখ্যার সমপরিমাণ প্রার্থী থাকায় ভোটাভুটির আর প্রয়োজন পড়েনি এবং কর্নাটকের শাসকদল কংগ্রেসের ৩ জন ও বিরোধী দল বিজেপির ১ জন প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। এর আগে ২০২০ সালের জুন মাসে কর্নাটক থেকেই প্রথমবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। আগামী ২৫ জুন তাঁর মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ফলে মেয়াদ ফুরানোর আগেই দ্বিতীয়বারের জন্য উচ্চকক্ষে নিজের আসন নিশ্চিত করলেন খাড়্গে।

এদিকে রাজ্যসভায় প্রার্থীপদ বাতিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেত্রী মীনাক্ষী নটরাজন। তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি নির্বাচনে স্থগিতাদেশ চান। পরবর্তী শুনানি আজ শুক্রবার।

আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার একবছর

নিহত পাইলটের সম্মান রক্ষায় আমৃত্যু লড়াই চালাবেন বাবা

মুম্বই: বিমানদুর্ঘটনায় নিহত পাইলট ছেলের স্মৃতি বুকে আঁকড়ে বসে আছেন ৯০ পার হওয়া বৃদ্ধ বাবা। চোখে জল, কিন্তু মনে অভাব নেই দৃঢ়তার। ছেলের সম্মান রক্ষার জন্য আমৃত্যু আইনি লড়াই চালানোর দৃঢ়তা। আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার বর্ষপূর্তির আগে নিহত প্রধান পাইলট সুমিত সবরওয়ালের বাবা পুষ্কররাজ সবরওয়াল বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বললেন, আমার ছেলে বেঁচে নেই।ওর সম্মানরক্ষার দায় এখন আমারই। নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যতদিন বেঁচে রয়েছেন, ততদিন আইনি লড়াই চালিয়ে যাবেন তিনি। লক্ষণীয়, বিমান দুর্ঘটনার পরে বারবার অভিযোগের আঙুল উঠেছিল পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দিকেই। পুরো ঘটনার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তাঁর দিকেই। কিন্তু সেই সব অভিযোগই উড়িয়ে দিয়েছেন সুমিতের বাবা ডিরেক্টরেট অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক পুষ্কররাজ সবরওয়াল। গতবছর, ২০২৫ সালের ১২ জুন বেলা ১টা ৩৮মিনিটে আমেদাবাদ বিমানবন্দরের রানওয়ে ছাড়ার ৩২ সেকেন্ডের মাথায় গুজরাতের বাণিজ্যনগরীর উপরেই ভেঙে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী উড়ান এ আই ১৭১। প্রাণ

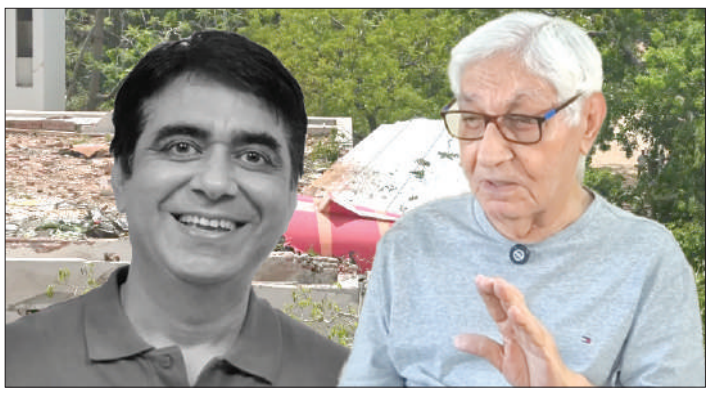

হারিয়েছিলেন অভিশপ্ত বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারের ২৪২ জন যাত্রীর মধ্যে ২৪১ জনই। নিহত হয়েছিলেন ১৫,৬৩৮ ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্যাপ্টেন পাইলট সুমিত সবরওয়ালও(৫৬)। এবং কো-পাইলট ক্লাইভ কুন্দর(৩২)।

প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, বিমানটিতে রক্ষণাবেক্ষণে কোনও ত্রুটি ছিল না। গত জুলাইতে ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো যে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে বলা হয়, ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই বিমানের দুটি ইঞ্জিনের ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ 'রান' অবস্থান থেকে 'কাট-অফ'এ চলে গিয়েছিল। ফলে দুটি ইঞ্জিনেই জ্বালানি পৌঁছায়নি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে ককপিটের মধ্যে দুই পাইলটের যে কথোপকথন সামনে এসেছিল রিপোর্টে তাতে শোনা যায়, এক পাইলট অন্য পাইলটকে জিজ্ঞাসা করছেন, জ্বালানির সুইচটা তুমি বন্ধ করে দিলে কেন? অন্যজন তার উত্তরে বলছেন, আমি কিছু বন্ধ করিনি। মুশকিলটা হচ্ছে, গলার স্বর কোনটা কার, তা নিয়ে নিশ্চিত নন তদন্তকারীরা। ফলে কে কোন কথাটা বলেছেন, স্পষ্ট নয় তাও। সবেতেই ধোঁয়াশা। কিন্তু জ্বালানির সুইচটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য কেউ কেউ আঙুল তুলেছেন সুমিতের দিকেই। সুমিত নেই। কিন্তু এরই বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁর বাবা।

তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই ক্ষতিপূরণ নিতে চাপ!

আমেদাবাদ: তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য মৃতদের পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে এয়ার ইন্ডিয়া। এই মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির মেয়ে রাধিকা। তাঁর অভিযোগ, ভবিষ্যতে যাতে তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে না পারেন মৃতের পরিবার-পরিজনরা সেজন্যই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই নিহতদের পরিজনদের উপরে চাপ দিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া। এ-ব্যাপারে টাটা সনসের প্রধান এন চন্দ্র শেখরনকে চিঠিও লিখেছেন তিনি। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের অভিযোগ, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতে দেরি করছেন তদন্তকারীরা। তাঁরও অভিযোগ, ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারদের একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য রীতিমতো চাপ দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বিমান দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে প্রশান্ত ভূষণের মন্তব্য, বোয়িং ৭৮৭ বিমানে ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম ফেল করার পরিণতি এটি। বোয়িং এবং এয়ার ইন্ডিয়ার এই ত্রুটি অজানা নয়। এই ত্রুটি ঢাকতেই তদন্ত রিপোর্টে অযথা দেরি করা হচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়া অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

পুণেতে দেশজুড়ে আন্দোলনের শুরু ককরোচের, বিশেষ শিক্ষা ইস্তাহার

পুণে : দিল্লির যন্তর মন্তরের পরে এবার পুণে বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলনের ঝাঁজ আরও তীব্র করল ককরোচ জনতা পার্টি। রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে বৃহস্পতিবার পুনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে দেশ জুড়ে আন্দোলনের সূচনা করল এই সংগঠন। এদিনের সমাবেশে অংশ নিলেন বিশিষ্ট পরিবেশ আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুক। তার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে ঘোষণা করলেন, আন্দোলনের প্রথম ধাপ হিসেবে তাঁরা প্রকাশ করছেন একটি বিশেষ শিক্ষা-ইস্তাহার। তিনি জানান, দেশের সংবিধান মেনেই এই আন্দোলন হচ্ছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথে। এই ইস্তাহারে যে বিষয়গুলোর উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এবং নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পূর্ণ

বন্ধ করতে হবে। নিট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গাফিলতির কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে পুণের জনসভা। দিপকে জানিয়েছেন জয়পুর, লখনউ, অমৃতসর এবং বেঙ্গালুরুর মতো বড় শহরগুলোতেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে ককরোচ আন্দোলন। বৃহস্পতিবার বিকেলে সাবিত্রীবাই ফুলে পুণে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে তিলধারণের জায়গা ছিল না।

ভবিষ্যৎ গড়ার স্তম্ভ গৃহবধূরাই

নয়াদিল্লি : দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম স্তম্ভের ভূমিকা পালন করেন গৃহবধূরা। তাঁদের অবদানকে বিশেষ স্বীকৃতি দিল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে নতুন করে আলোচনায় উঠে এল গৃহবধূদের অবদান। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিয়ে মানে কোনও মহিলাকে ঘরের পরিচারিকার দায়িত্বে বসিয়ে দেওয়া নয়। সংসার সামলানো, সন্তানদের বড় করে তোলা, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দেখভাল করা এই সমস্ত কাজের কোনও নির্দিষ্ট বেতন না থাকলেও তার মূল্য অপরিসীম। তাই শুধু গৃহবধূ নয়, তাঁদের দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার অন্যতম স্তম্ভ বলেই স্বীকৃতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক গৃহবধূর ক্ষতিপূরণ মামলার শুনানিতে এই পর্যবেক্ষণ।

একই লাইনে মুখোমুখি দুটি ট্রেন ওড়িশায় বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

ভুবনেশ্বর : মুখোমুখি সংঘর্ষ থেকে অল্পের জন্যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। একই লাইনে মুখোমুখি চলে এল দুটি ট্রেন। ওড়িশায় ফিরল করমণ্ডল এক্সপ্রেসের স্মৃতি। আবার প্রমাণিত হল সুরক্ষার প্রশ্নে কতটা ব্যর্থ রেলমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বরের

ঝাড়পাড়া ব্রিজ এলাকায় একটি ট্রেন ভুবনেশ্বর থেকে মঞ্চেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল। একই সময়ে উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ মঞ্চেশ্বর থেকে ভুবনেশ্বরের দিকে আসছিল একটি ট্রেন। তখনই একই লাইনে মুখোমুখি চলে আসে ট্রেন দুটি। তবে দুটি ট্রেনেই কোনও যাত্রী ছিল না। ফলে এড়ানো গেছে বিপুল সংখ্যায় প্রাণহানি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই দুটি ট্রেন কীভাবে একই লাইনে মুখোমুখি চলে এল! এটা কি রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নয়? গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রেল। সিগন্যালিংয়ের ত্রুটি নাকি সমন্বয়ের অভাব— সেটা যাচাই করে দেখা হবে। চালকের কর্তব্যে গাফিলতি রয়েছে কিনা সেটাও দেখা হবে। এই ঘটনায় ফের অভিযোগে আঙুল উঠেছে রেলের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দিকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর পর্বে বাদ যায় প্রায় ২ কোটি সাড়ে ৪ লক্ষ নাম। আর তার দু'মাস পরেই উত্তরপ্রদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা ৪০ লক্ষ বেড়ে গিয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন কমিশনের তরফে যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতেই উঠে এসেছে এই তথ্য

সাংবিধানিক ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে

আরএসএস কীভাবে দেশের আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে?

বড় চ্যালেঞ্জ কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) কোন আইনের অধীনে সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকার কর্তব্য থেকে ছাড় পেয়েছে? তারা কি দেশের আইনের ঊর্ধ্বে? তাদের নথিভুক্তকরণের সমস্ত নথি পেশ করার জন্য এভাবেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা প্রিয়াঙ্ক খাড়গে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যে দেশে ফুটপাতের একজন ক্ষুদ্র বিক্রেতাকেও বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হয়, সেখানে আরএসএস-এর মতো একটি সংগঠন কীভাবে আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে?

কর্ণাটকের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তথা কংগ্রেসের এই নেতা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আরএসএস নেতাদের তাঁর কার্যালয়ে এসে সংগঠনের আইনি মর্যাদা খতিয়ে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আরএসএস আমাকে তাদের কেশব কৃপা সদর দপ্তরে ডাকুক। তারা আমাকে সেই আইনটি দেখাক যার অধীনে তারা সরকারের কাছে জবাবদিহি করা থেকে ছাড় পেয়েছে। অথবা, তারা নথিপত্র নিয়ে আমার অফিসে আসুক এবং দেখাক কীভাবে তারা সাংবিধানিক নিয়মকানুন থেকে ছাড় পাচ্ছে। আমি নিজেই তা মূল্যায়ন করব। যদি আমি ভুল প্রমাণিত হই, তবে আমি ক্ষমা চাইব। অন্যথায়, তাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে। প্রসঙ্গত, সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শগত উৎস আরএসএস-এর ওপর ক্রমাগত চাপ বজায় রাখছেন খাড়গে। এর আগে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বিতর্কিতভাবে দাবি করেছিলেন যে, আরএসএস-এর কোনও আনুষ্ঠানিক নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই এবং এটি বিদ্যমান আইনি নিয়মের অধীনে ইতিমধ্যে স্বীকৃত একটি 'ব্যক্তি সমষ্টি' হিসেবে কাজ করে। ভাগবত বলেছিলেন, আমাদের ব্যক্তি সমষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং আমরা একটি স্বীকৃত সংগঠন। আয়কর বিভাগ যখন আমাদের কর দিতে বলেছিল, তখন মামলা হয়। আদালত তখন জানিয়েছিল যে, এটি একটি ব্যক্তি সমষ্টি এবং আমাদের গুরুদক্ষিণা (দান) আয়কর থেকে মুক্ত। ভাগবতের এই মন্তব্যের সূত্রে বিতর্ক তৈরির পর গত মাসে কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাড়গে বিজেপি এবং তার ২৫০০-এরও বেশি অনুমোদিত সংগঠনের নেটওয়ার্কের একটি প্রকাশ্য নিরীক্ষার দাবি জানিয়েছিলেন। যেখানে আরএসএস এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলি অনিবন্ধিত এবং ফলস্বরূপ আইনের আওতার বাইরে রয়ে গেছে, সেখানে মোদি সরকার এফসিআরএ আইনের মাধ্যমে অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) কার্যকলাপে ক্রমাগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। আন্তর্জাতিক তহবিল পাওয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংস্থার ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ ও সীমাবদ্ধ করতে এই আইন ব্যবহার করা হচ্ছে, যা নাগরিক অধিকার, মানবিক কাজ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর প্রভাব ফেলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে খাড়গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনীতিতে প্রবেশের আগের বিদেশ সফর নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। খাড়গে লেখেন, মোদিজি যখন একজন স্বঘোষিত 'ফকির' এবং আরএসএস প্রচারক ছিলেন, তখন তিনি আমেরিকা, জার্মানি, ব্রিটেন, গায়ানা, কানাডা, মালয়েশিয়া ও ফ্রান্স-সহ ১৪টিরও বেশি দেশ সফর করেছিলেন বলে জানা যায়। সেই সফরের খরচ কে দিয়েছিল? এর অর্থায়ন কি আরএসএস নামের এই তথাকথিত অনিবন্ধিত সংস্থা করেছিল? খাড়গে স্পষ্ট জানিয়েছেন, যে দেশে একজন রাস্তার বিক্রেতাকেও নিবন্ধন করতে হয়, মন্দির এবং দেবতাদের প্রাপ্ত প্রতিটি দানের হিসাব দিতে হয় এবং নাগরিকদের করের হিসাব জমা দিতে হয়, সেখানে আরএসএস কোনোভাবেই ছাড় পেতে পারে না। তিনি আরও বলেন, তারা নিজেদের ব্যক্তি সমষ্টি বলে দাবি করে। এমনকী ব্যাঙ্গালোর ক্লাবও নাকি একটি ব্যক্তি সমষ্টি! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এক পোস্টে প্রিয়াঙ্ক আরএসএস-কে নিবন্ধনের জন্য নথিপত্র প্রস্তুত রাখতে বলেছিলেন। এর জবাবে বিজেপি নেতা সি টি রবি দাবি করেন যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধীও আরএসএস-কে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এর পাল্টা জবাবে খাড়গে বলেন, আমার মনে হয় না সিটি রবি ইতিহাস জানেন। আরএসএস নিষিদ্ধ হওয়ার পর সংগঠনের নেতারা নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের পায়ে পড়েছিলেন। আর ইন্দিরা গান্ধী যখন আরএসএস নিষিদ্ধ করেন, তখন তাদের প্রধান জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করে একটি দীর্ঘ ও প্রশংসামূলক চিঠি লিখেছিলেন।

ট্রাম্প-বন্ধু মোদির মুখ পুড়ল

ওমান উপসাগরে মার্কিন হামলায় ৩ ভারতীয় নাবিক হত

কড়া প্রতিবাদ জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: ওমান উপসাগরে একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিমান হামলায় নিখোঁজ হওয়া তিন ভারতীয় নাবিক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় জাহাজ চলাচল মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওমান উপকূলের কাছে ওই ট্যাঙ্কারটিতে মার্কিন হামলার পর থেকেই এই তিন নাবিক নিখোঁজ ছিলেন। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, তাদের নির্দেশ অমান্য করার কারণে জাহাজটিতে একটি 'নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক' (প্রিসিশন) হামলা চালানো হয়। আমেরিকার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, ট্যাঙ্কারটি ইরান থেকে তেল পরিবহন করছিল। এই প্রাণঘাতী হামলার পর নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন উপ-দূতাবাস প্রধানকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব (আমেরিকা) নাগরাজ নাইডু মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জেসন মিঙ্ককে তলব করে 'সেন্তেবেলো' নামের ওই ট্যাঙ্কারে হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ঘটনার পর ভারতের পক্ষ থেকে এই হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং জাহাজে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ 'সেন্তেবেলো'র ওপর এই মার্কিন হামলার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, হামলার সময় জাহাজটিতে ২৪ জন ভারতীয় ক্রু সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে ২১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এদিকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড পরে নিশ্চিত করেছে যে, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান সামুদ্রিক অবরোধের অংশ হিসেবে গত ৯ জুন রাত ১১:১৪ মিনিটে তারা 'সেন্তেবেলো' জাহাজটিকে নিশানা করে। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওমান উপসাগর অতিক্রম করার সময় মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড পালাউ-এর পতাকাবাহী এম/টি সেন্তেবেলো জাহাজটিকে অচল করে দেয়। বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়, মার্কিন বাহিনীর দেওয়া নির্দেশ বারবার অমান্য করার পর একটি মার্কিন যুদ্ধবিমান থেকে জাহাজটির ইঞ্জিন রুমে নিখুঁত নিশানা বজায় রেখে গোলাবারুদ বর্ষণ করা হয়।

৬ নাগা ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের পরই কামজং জেলায় ২ কুকি গ্রামবাসীকে হত্যা, পুড়ল বাড়িঘর

ইম্ফল: অপহৃত ছয় নাগা ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঠিক একদিন পরেই বিজেপি-শাসিত মণিপুরে আবারও নতুন করে জাতিগত হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার মণিপুরের কামজং জেলার কুলতুহ কুকি গ্রামে প্রতিশোধমূলক হিংসায় দুজন কুকি গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন এবং অন্তত এক ডজন বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ইস্টার্ন কুকি চিফস অ্যাসোসিয়েশন' নিহত দুই গ্রামবাসীকে কুলতুহ চার্চের প্রধান ডিকন লেটমিনলুন হাওকিপ এবং চার্চের যুব চেয়ারম্যান লুনমিনথাং হাওকিপ হিসেবে সনাক্ত করেছে। নিরাপত্তা সূত্রের খবর, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী উখরুল জেলার হোরেই কাফুং পাহাড়ে একটি যৌথ অভিযান শুরু করেছে। অভিযান চলাকালীন প্রায় এক ডজন সশস্ত্র ব্যক্তিকে দেখা যায়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও আটজন গ্রামবাসীকে আটক করা হয়। সেইসঙ্গে ওই এলাকায় কোনও বেসামরিক নাগরিককে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীকে। এরই মধ্যে অন্য একটি ঘটনায় কিছু দুষ্কৃতী সেনাপতি জেলার লিয়াংমাই তাফেী গ্রামে নাগা পিপলস ফ্রন্টের (এনপিএফ) রাজ্য সদর দপ্তরে ভাঙচুর চালায়।

উল্লেখ্য, এনপিএফ প্রতিবেশী রাজ্য নাগাল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দল। পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং বৃহস্পতিবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তাঁর সরকার এই ধরনের নৃশংসতার মুখে 'নিশ্চুপ দর্শক' হয়ে থাকবে না। এইদিন ইম্ফলের জওহরলাল নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (জেএনআইএমএস) মর্গের বাইরে শত শত মানুষ জড়ো হন, যেখানে ময়নাতদন্তের জন্য ছয় নাগা ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হয়েছিল। ভিড়ের একটি অংশকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস বা কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। উত্তেজিত জনতা হাসপাতাল লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তেও শুরু করে। তল্লাশি অভিযানের পর বুধবার মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মণিপুরের নাগাদের শীর্ষ সংগঠন ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে রাজ্যের কিছু অংশে ২৪ ঘণ্টার বন্ধের ডাক দিয়েছিল।

সিনেস্কোপ

12 June, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী মাসেই মুক্তি পাবে বলিউড অ্যাকশন থ্রিলার ছবি ‘আলফা’। এই ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন আলিয়া ভট্ট এবং শর্বরী ওয়াঘ, ববি দিওল এবং অনিল কাপুর। ছবির পরিচালক শিব রাওয়াল

মা বহেন

সদ্য নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে পরিচালক সুরেশ ত্রিবেণীর ডার্ক কমেডি থ্রিলার ছবি ‘মা বহেন’। নামটার মধ্যে আপাত-সারল্য লুকিয়ে থাকলেও গল্পের বিষয়বস্তু ততটা সরলও নয়। এই ছবির চরিত্রেরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে গল্প বলার মুনশিয়ানায়। মুখ্যভূমিকায় মাধুরী দীক্ষিত, তৃপ্তি দিমরি, রবি কিশান। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

কখনও ‘হম আপকে হ্যায় কৌন’-এর নিশা, কখনও ‘দিল তো পাগল হ্যায়’-এর পূজা, কখনও ‘বেটা’ ছবির ‘ধক ধক গার্ল’ তো কখনও ‘তেজাব’ ছবির ‘এক দো তিন’ গার্ল মোহিনী— মাধুরী দীক্ষিত মানে সৌন্দর্যে, হাস্যে, লাস্যে, আবেদনে, রোম্যান্টিসিজমের শেষ কথা। একটা সময় শেষ হয়েছিল সেই মাধুরী-যুগ। কিন্তু ভক্তকুল তাঁকে ভোলেনি। তিনি কামব্যাক করেছেন স্বমহিমায়। বারবার নতুন করে নিজেকে ভেঙেছেন গড়েছেন আবার নতুন করে উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয়ে দর্শকদের স্বাদ বদল করেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটা কাজই মনে রাখার মতো। সম্প্রতি নেটফ্লিক্স-এ মুক্তি পেয়েছে মাধুরী দীক্ষিত অভিনীত আরও একটি ক্রাইম কমেডি ছবি ‘মা বহেন’। পরিচালক সুরেশ ত্রিবেণীর এই ছবিতে মাধুরী ধরা দিয়েছেন এক অন্য অবতারে। মাধুরী দীক্ষিতের গোটা ফিল্মি কেরিয়ারে এমন চরিত্রে তাঁকে দেখা যায়নি। ছবিতে মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে রয়েছেন আরও এক বলিষ্ঠ অভিনেতা রবি কিষাণ।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবার যেখানে মা রেখা এবং তার দুই কন্যা জয়া ও সুষমা। আমাদের সমাজে একজন নারীর চরিত্র বিচার হয় তাঁর রহনসহন পোশাক দিয়ে। আর বিচার হয় যখন সে একা হয়। খোলামেলা পোশাক মানেই সেই মেয়ে অতি আধুনিকা, আবার একা স্বাধীনভাবে বাঁচছে মানে তাঁর চরিত্রে কোনও না কোনও গোলমাল আছে। এই গল্পের রেখার বিষয়টাও তেমনই। রেলের অফিসার সুকুমারকে বিয়ে করে এক মধ্যবিত্ত কলোনিতে আসে আল্ট্রা মডার্ন রেখা। স্লিভলেস ব্লাউজ, শিফন শাড়িতে তন্বী নববধূ রেখাকে দেখে পাড়ার আট থেকে আশির পুরুষদের মধ্যে তাকে একঝলক দেখার অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। রেখা সেটা বোঝে এবং বেশ উপভোগ করে। নিজের শর্তে জীবনে বাঁচতে পছন্দ করা রেখার পরপুরুষে ভালই নজর। বিশেষ নজর সামনের প্রতিবেশী গুপ্তাজির ওপর। একদিন হঠাৎ বাড়িতেই ইলেকট্রিক শক লেগে রেখার স্বামী সুকুমার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মারা যায়। ব্যাস আর কী!

কলোনির অতি-আধুনিকা বিধবা এবং সিঙ্গল মাদার লাস্যময়ী রেখা সবার কাছে বেশ লোভনীয়, সহজলভ্য এবং কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠে। এমন গুজবও ছড়ায় যে রেখা নিজেই তাঁর স্বামীকে খুন করেছে! এহেন রেখা সাইবার ক্যাফে থেকে মদের দোকান— সব জায়গাতেই কাজ করেছেন মেয়েদের মানুষ করতে। রেখার বড় মেয়ে জয়া বিবাহিত। জয়া শ্বশুরবাড়িতে হাজারখানেক ঝামেলায় ফেঁসে থাকে সবসময়। সন্তান চায় জয়া। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্কটাই তো নেই! তাই সে গোপনে আইভিএফ করতে চায়। এর জন্য তার পাঁচ লাখ টাকার প্রয়োজন। অন্যদিকে, রেখার ছোট মেয়ে সুষমা একজন মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। তার ভীষণভাবে ভাইরাল হবার শখ। যদিও সুষমা ও জয়ার বাবা এক নয়। এখানেও খানিক রহস্য রেখেছেন পরিচালক। জয়ার স্বামী মানস আর বোন সুষমা একসঙ্গে ভাইরাল রিলস বানায় এবং মার্কেটে ছাড়ে। সুষমার সঙ্গে জয়ার স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক। সব জেনেও জয়া নিশ্চুপ, শ্বশুরবাড়িতে ফাইফরমাশ মেটাতে গিয়ে পেশাই হয় দিনরাত। রেখার বাড়ির উল্টোদিকেই থাকেন গুপ্তাজি অর্থাৎ চরিত্রনাথ গুপ্তা। গুপ্তাজির মেয়ের বিয়ে। তোড়জোড় চলছে জোরকদমে। কিন্তু গোলমালটা বাধল মেয়ের বিয়ের আগেই হঠাৎ নিখোঁজ হলেন গুপ্তাজি। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে সেই যে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে আর ফিরলেন না। এদিকে রেখা মহাবিপাকে! একদিন মাঝরাতে ডেকে পাঠালেন মেয়েদের। কী হল রেখার? কেন এই জরুরি তলব? কোথায় গেলেন গুপ্তাজি? এমনকী মেয়ের বিয়ের সঙ্গীত অনুষ্ঠানেও তিনি ফিরলেন না! গুপ্তাজির স্ত্রীর সন্দেহের আঙুল রেখা এবং তার মেয়েদের দিকে। কিন্তু কেন? এই নিয়ে ঘনীভূত হল ছবির রহস্য। এরপর একটু একটু করে ঝাল-টক, চটপটা মশলায় মাখানো রহস্যভেদ। এ ছবি যত এগোবে তত দেখার আগ্রহ বাড়তেই থাকবে।

সুরেশ ত্রিবেণীর এই ক্রাইম কমেডি থ্রিলারের প্রেজেন্টেশন খুব স্মার্ট। চরিত্রেরা মুখোশহীন বাস্তবে মাটির সঙ্গে তাদের এতটাই মিল যে মনে হয় তারা যেন আমাদের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। ছবির কেন্দ্রে তিন নারী মা রেখা, মেয়ে জয়া এবং সুষমা। তিনজন একাই একশো। এদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র মাধুরী দীক্ষিতের। তাকে দেখলে মনে হয় মাথার তার কেটে গেছে কবেই! চোখেমুখে, সংলাপে, শরীরী ভাষায় একজন বোহেমিয়ান মায়ের চরিত্রে তিনি অনবদ্য। বড় মেয়ে জয়া আবার মার চেয়ে খানিক আলাদা। এই চরিত্রে তৃপ্তি দিমরি বেশ বলিষ্ঠ। সাবলীলভাবেই উতরে গেছেন ঠিক যেমনটা দরকার ছিল। ছবিতে মা এবং মেয়ের রসায়ন খুব উপভোগ্য। দুজন দুজনকে পূর্ণ করেছে। ছোট মেয়ে সুষমার চরিত্রে ধরনা দুর্গা দারুণ অভিনয় করেছেন। জয়ার বর মানসের চরিত্রে শার্দূল ভরদ্বাজ বেশ ভাল। এই ছবিতে রবি কিষাণ আর মাধুরী প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করলেন। গুপ্তাজির চরিত্রে রবি কিষাণ হলেন এই ছবির আসল মজা। তাঁকে ঘিরেই যত কাণ্ড-কারখানা। বাকিটা তোলা থাক-না! মা এবং মেয়েদের এলোমেলো জীবন, কমেডি, ক্রাইম, নিজের বোকামোতে বেকায়দায় ফেঁসে যাওয়া, পদে পদে বিপদে পড়া, নির্বুদ্ধিতা— সবটাই ডার্ক হিউমারের মোড়কে খুব নিখুঁত মুনশিয়ানায় তুলে ধরেছেন পরিচালক। প্রত্যেকেটা চরিত্র খুব বাস্তবসম্মত। এই ছবিতে মাধুরী দীক্ষিত, তৃপ্তি দিমরি, ধরণা দুর্গা এবং রবি কিষাণ ছাড়া রয়েছেন গীতাঞ্জলি কুলকর্ণী, অরুণোদয় সিং এবং পরেশ রাওয়াল। ছবির কাহিনিকার সুরেশ ত্রিবেণী এবং পুজা তোলানি। গল্পের বুনট জমাটি। ছবির নির্মাতা বিক্রম মালহোত্রা ও সুরেশ ত্রিবেণী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুস্তাফিজুরের দাপটে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়াকে হারাল বাংলাদেশ

মাঠে ময়দানে

12 June, 2026 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১২ জুন ২০২৬
শুক্রবার

’২৭ বিশ্বকাপ

মুম্বই, ১১ জুন : ২০২৭-এর আইসিসি একদিনের টুর্নামেন্ট হতে পারে ৪ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর। খেলা হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়েতে। গত মে মাসে আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। জুলাইয়ে এডিনবার্গের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের উপর সিলমোহর পড়বে। ৫৪টি ম্যাচের মধ্যে ৪১টি ম্যাচ হতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৮-১০টি ম্যাচ জিম্বাবোয়েতে। ৩টি ম্যাচ হতে পারে নামিবিয়াতে।

দ্রাবিড়-পুত্র

বেঙ্গালুরু, ১১ জুন : রাহুল দ্রাবিড়ের ছোট ছেলে অনভয় দ্রাবিড় ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফরে ডাক পেয়েছেন। এই সফর শুরু হবে ৪ জুলাই থেকে। দ্রাবিড়-পুত্রের বয়স ১৭ বছর ৪৫ দিন। গত বিশ্বকাপ-সহ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের অনেক টুর্নামেন্টেই অনভয় খেলেছেন। তবে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। গত বছর ভিনু মানকড় ট্রফিতে অনভয় কর্নাটকের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

দলে নিখিল

সিডনি, ১১ জুন : দিল্লিজাত অলরাউন্ডার নিখিল চৌধুরি অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ দলে সুযোগ পেয়েছেন। ছয় দশকে এই প্রথম কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার পুরুষ দলের হয়ে খেলবেন। এর আগে গুজরাটজাত রেক্স সেলার্স ১৯৬৪-তে কলকাতায় অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্ট খেলেছিলেন। ৩০ বছরের নিখিল ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ঘরোয়া ক্রিকেটে যুবরাজ সিং, শুভমন গিলের সঙ্গে খেলেছেন। তিনি মিচেল মার্শের দলের হয়ে বাংলাদেশ সফর করবেন বলে জানানো হয়েছে।

হার্ডলসে রেকর্ড

অরিগন, ১১ জুন : ১১০ মিটার হার্ডলসে বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন আমেরিকার জেকব থর্প। আলাবামার ২০ বছরের এই তরুণ সময় করেছেন ১২.৭৫ সেকেন্ড। আগের রেকর্ড ছিল আমেরিকার আরিয়স মেরিটের ১২.৮০। ন্যাশনাল কলিজিয়েট অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের ইভেন্টে এই রেকর্ড হয়েছে। বর্তমান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন গ্র্যান্ট হলওয়ে ২০১৯-এ ১২.৯৮ সময় করে লিজিয়েট রেকর্ড করেছিলেন।

বিশ্বকাপ ফুটবলে বর্ণাঢ্য উদ্বোধন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মেক্সিকো সিটিতে।

কোস্টারিকাকে হারাল ইংল্যান্ড

কানসাস সিটি, ১১ জুন : ১৯৬৬-র পর ইংল্যান্ড আর কখনও বিশ্বকাপ জেতেনি। এবার অনেকে তাদের ফেভারিট বলছে।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দারুন খেলে এসেছেন। এই যে লোকে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জিতবে বলছে সেটা কেনের জোরে। তবে টমাস টুহেলের দলটাও দারুন। তিনি তারকাদের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে নতুন মুখ বেছেছেন। জিতলে ভাল, নাহলে তোপের মুখে পড়তে হবে কোচকে।

এই আবহে অধিনায়ক কেন তাঁদের দিকে যে যে চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তাদের নাম বলেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক টুর্নামেন্টেই কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে। যেমন স্পেন, ফ্রান্স, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা। তালিকায় চোখ রাখলে বুঝবেন টুর্নামেন্টে অনেক শক্তিশালী দল রয়েছে। সুতরাং কড়া চ্যালেঞ্জ সামনে থাকছে।

এরপর তিনি যোগ করেছেন, এটা ঠিক দুটো দলের একের বিরুদ্ধে একের খেলা নয়। ব্যাপারটা এর থেকেও কঠিন। আমাদের সেজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কয়েকটা দল এমন আছে যাদের নিয়ে চিন্তায় থাকতে হবে। এই বছর ৬১টি গোল করে কেন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতেছেন। ইংল্যান্ডের হয়ে ১১৩ ম্যাচে ৭৯টি গোল করা কেন নিশ্চয়ই সংখ্যাটা বাড়াতে সক্ষম হবেন।

এদিকে, বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে কোস্টারিকাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির জন্য এক ঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড বনাম কোস্টারিকার প্রস্তুতি ম্যাচ। তবে ম্যাচ শুরু হওয়ার পরে ঝড় তোলেন ডেকলান রাইস, জুড বেলিংহ্যামরা। প্রথমার্ধে ডেকলান রাইসের গোলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন অ্যান্টনি গর্ডন। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে মর্গ্যান রজার্সের শট থেকে ফিরতি বলে হেড করে গোল করেন অলি ওয়াটকিন্স।

ধর্মশালায় পৌঁছলেন রোহিতরা

ধর্মশালা, ১১ জুন : শনিবার ভারত-আফগানিস্তান একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ। সেই ম্যাচ খেলতে বৃহস্পতিবারই ধর্মশালায় পৌঁছে গেল ভারতীয় ক্রিকেট দল। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে শুক্রবার থেকেই ফের প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন শুভমন গিলরা। আফগানদের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগেই সুখবর ভেসে এসেছে ভারতীয় শিবিরে। আইসিসি-র একদিনের ক্রিকেটের ক্রমতালিকার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ভারত। টি-২০ ফরম্যাটেও শীর্ষে টিম ইন্ডিয়া। তবে টেস্ট ক্রমতালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন শুভমনরা। এদিকে, কোচ গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি বিদ্রোহ ভারতীয় শিবিরে! একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকরকে টপকে একদিনের দলের কয়েক জন সিনিয়র ক্রিকেটার সরাসরি বিসিসিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট দিশা চাইছেন তাঁরা। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দলের কয়েক জন সিনিয়র ক্রিকেটার ও গম্ভীরের চিন্তাভাবনা মিলছে না। তার ফলেই গম্ভীর ও আগরকরকে টপকে সরাসরি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলছেন তাঁরা। বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছে, এই তালিকায় ভারতের একদিনের দলের বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটার রয়েছেন।

পাক ম্যাচে চোখ হরমনপ্রীতের

বার্মিংহাম, ১১ জুন : রবিবার পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের ম্যাচ দেখতে এজবাস্টনের গ্যালারি উপচে পড়বে বলেই মনে করছেন হরমনপ্রীত কৌর। একই সঙ্গে ভারত অধিনায়কের বার্তা, আমরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট উপহার দেব।

পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে হরমনপ্রীতের বক্তব্য, বিশ্বকাপ এর থেকে ভালভাবে শুরু হতে পারত না। বার্মিংহামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ। ওখানকার পরিবেশ অসাধারণ হতে চলেছে। আমরা মুখিয়ে আছি। আশা করছি, প্রথম ম্যাচেই আমরা সম্পূর্ণ ভয়ডরহীন ক্রিকেট উপহার দিতে পারব।

সামিরের সই মোহনবাগানে

প্রতিবেদন: টম অলড্রেড বৃহস্পতিবারই সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে মোহনবাগানকে বিদায় জানান। আর এদিনই টমের পরিবর্ত ঘোষণা করে দিয়েছে ক্লাব। সদ্য সমাপ্ত আইএসএলে পাঞ্জাব এফসি-র জার্সিতে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দেওয়া বসনিয়া জাতীয় দলে খেলা সামির জেলজোকোভিচকে সই করাল মোহনবাগান। মূলত সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডিও হলেও স্টপার পজিশনেও খেলতে পারেন সামির। উচ্চতা ছয় ফুট। গত আইএসএলে দু'টি গোল করার পাশাপাশি তিনটি গোলের বলও বাড়িয়েছেন সামির। মোহনবাগানের সঙ্গে দু'বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে জেলকোভিচ বলেছেন, আমি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা নিয়ে কলকাতায় খেলতে আসছি। মোহনবাগান দেশের সেরা ক্লাব।

বৈভব ৪৪

ডাম্বুলা : শ্রীলঙ্কায় ত্রিদেশীয় সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তান 'এ' দলের বিরুদ্ধে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে হার ভারত 'এ' দলের। ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৪ রানে হার তিলক ভার্মার দলের। প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর এদিন ২২ বলে ৪৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। একটা সময় মনে হচ্ছিল, ভারত 'এ' দলের হয়ে প্রথম অর্ধশতরান করে ফেলবে আইপিএলে দুরন্ত খেলা ভারতের বিস্ময় কিশোর। ঠিক তখনই ছন্দপতন। হাফ সেঞ্চুরি না পেলেও ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে বড় রানের মঞ্চ তৈরি করে দেয় বৈভব। তবে প্রভসিমরন সিং (৮৪), ঋতুরাজ (৬৬) ও অধিনায়ক তিলক (৬৬) বড় রান করেন।

আটে সিন্ধু

সিডনি, ১১ জুন : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পিভি সিন্ধু ও তনভি শর্মা। টুর্নামেন্টের তৃতীয় বাছাই সিন্ধু বৃহস্পতিবার আরেক ভারতীয় শাটলার ইশারানি বরুয়াকে ২২-২০, ২১-১২ গেমে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছেন। ম্যাচ জিততে ৪২ মিনিট সময় নেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। অন্য ম্যাচে ১৭ বছরের তনভি ২১-১৩, ২১-১৫ গেমে মানবিকা বনসুদকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করেছেন।

সেরেনার জিত

লন্ডন, ১১ জুন : অবসর ভেঙে চার বছর পর পেশাদার টেনিস সার্কিটে ফিরেই জয় পেলেন সেরেনা উইলিয়ামস। লন্ডনের কুইন্স ক্লাব টেনিস টুর্নামেন্টে কানাডার ভিক্টোরিয়া এমবোকোর সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ জিতেছেন ৪৪ বছরের সেরেনা। তাঁরা ৭-৬(২), ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ জুটি নিকোল মার্টিনেজ ও এরিন রাউটলিফকে। এবার কি আসন্ন উইম্বলডনেও তাঁকে দেখা যাবে? সেরেনা বলছেন, আমি একটা করে দিন হিসেব করে এগোচ্ছি। এখনও সময় আছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কিছুটা সময় পাব। দেখা যাক কী হয়। তবে নিজের খেলায় খুশি নন সেরেনা। তাঁর বক্তব্য, নিজেকে সি মাইনাস নম্বর দেব। আরও ভাল খেলতে হবে। অবশ্য টেনিসে ফেরার পর একটা অনুশীলনেও ফাঁকি মারিনি।

মাঠে ময়দানে
12 June, 2026 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্রাজিলের ম্যাচ খেলাবেন এমন এক রেফারি, সেই স্লাভকোর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল অতীতে

লস অ্যাঞ্জেলসে ইরান নিয়ে বিক্ষোভ

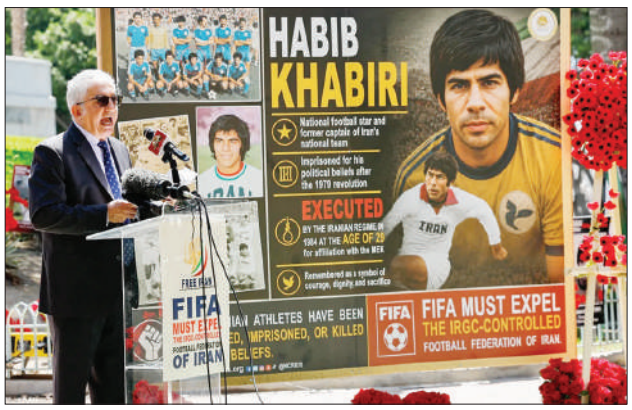

সিটি হলের সামনে বিক্ষোভ। ক্ষোভ জানাল জনতা। লস অ্যাঞ্জেলসে।

লস অ্যাঞ্জেলস, ১১ জুন : সিটি হলের বাইরে বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে। এই বিক্ষোভ ইরানি-আমেরিকান অ্যাক্টিভিস্টদের ও প্রাক্তন ফুটবলারদের। ইরানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে সেই দেশকে বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন এরা।

তাদের দাবি, বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ নিয়ে তেহরান আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের ইমেজ মেরামতির সুযোগ পাচ্ছে। ইরান থেকে পালিয়ে আসা বাবা-মায়ের সন্তান ২১ বছরের রায়ান সালামির বক্তব্য, ওদের এখানে খেলতে দেওয়ার অর্থ হল একটা শান্ত মুখ দেখানোর সুযোগ করে দেওয়া। যা আদতে ওদেশের আসল ছবি নয়। যেসব অ্যাথলিটদের হত্যা করা হয়েছে তাদের ছবি ছিল বিক্ষোভ স্থলে। ইরানের হয়ে খেলা লোকজনও ছিলেন প্রতিবাদে। ছিলেন '৭০-এ ইরানের হয়ে খেলা আসগর আবিদি। দাবি, তাঁরা টার্গেট হয়েছিলেন।

মঙ্গলবার এখানেই ইরান তাদের বিশ্বকাপ দৌড় শুরু করবে। তবে ইরান দল বা ফিফার তরফে বিক্ষোভ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ইরান আগেই জানিয়েছে যে মাঠে অনভিপ্রেত পতাকা প্রদর্শন বা স্লোগান হলে তারা খেলা বন্ধ করে দেবে।

ওয়েঙ্গারের বাজি সেই এমবাপেই

লন্ডন, ১১ জুন : এবারের বিশ্বকাপে আর্সেন ওয়েঙ্গারের বাজি কিলিয়ান এমবাপে। ২৭ বছর বয়সী ফরাসি তারকা ফ্রান্সকে আরও একটা বিশ্বকাপ জেতাতে পারেন বলেই মনে করছেন কিংবদন্তি কোচ।

২০১৮ সালে অভিষেক বিশ্বকাপেই ফ্রান্সকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন এমবাপে। চার বছর আগের কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে এমবাপের হ্যাটট্রিক সত্ত্বেও মেসির আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে গিয়েছিল ফ্রান্স। অর্থাৎ শেষ দুটো বিশ্বকাপেই ফাইনাল খেলেছেন এমবাপে। কোনও রাখঢাক না করেই ওয়েঙ্গার বলছেন, আমার বিশ্বাস, এবারের বিশ্বকাপেও এমবাপে অসাধারণ খেলবে। ও যদি ফ্রান্সকে আরও একবার বিশ্বকাপ জেতায়, তাহলে অবাক হব না।

সদ্যসমাপ্ত মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে প্রচুর গোল করলেও, ক্লাবকে কোনও ট্রফি জেতাতে পারেননি ফরাসি তারকা। যা নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। ওয়েঙ্গার অবশ্য বলছেন, লোকে অন্যায়ভাবে এমবাপের সমালোচনা করেছে। সবাই ভুলে গিয়েছে, এবারের রিয়াল দলটা খুবই সাধারণ মানের ছিল। দলকে এমবাপে প্রায় একাই টেনেছে। কিন্তু সতীর্থদের কাছ থেকে সেভাবে সাহায্য পায়নি। ওয়েঙ্গারের সংযোজন, বিশ্বকাপের আগে পর্যাপ্ত বিশ্রাম পেয়েছে। তাই মানসিক এবং শারীরিকভাবে তরতাজা থাকবে এমবাপে। আর ফুটবলার হিসেবে ও কতটা প্রতিভাবান, সেটা যেন লোকে ভুলে না যায়।

চমক দিতে চায় আমেরিকা

লস অ্যাঞ্জেলস, ১১ জুন : ঘরের মাঠে ১২তম ফিফা বিশ্বকাপে খেলবে আমেরিকা। তিন আয়োজক দেশের অন্যতম হওয়ায় বিশ্বকাপ মাতানোর স্বপ্ন দেখছে তারা। শনিবার ভারতীয় সময় ভোর সাড়ে ছ'টায় ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে অভিযান শুরু করছে আমেরিকা। সামনে প্যারাগুয়ের মতো জায়ান্ট কিলার। 'ডি' গ্রুপে বাকি দু'টি দল অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্ক। যথেষ্ট কঠিন গ্রুপ।

যুক্তরাষ্ট্রের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ বলেছেন, দেশবাসীর সমর্থন আমাদের সঙ্গে থাকবে। সকলের প্রত্যাশাপূরণ করতে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত। বিশ্বকাপে সেরা ফল করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। ম্যাচের আগে রুদ্ধদ্বার অনুশীলনে রণকৌশল তৈরিতে ব্যস্ত থাকছেন আমেরিকার কোচ মরিসিও পোচেত্তিনো।

বিশ্বকাপে আমেরিকার সেরা সাফল্য ১৯৩০ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলা। এরপর ১৯৯৪ সালে ঘরের মাঠে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছিল তারা। কোচ মরিসিও পোচেত্তিনোর অধীনে এবার চমক দিতে চায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ।

প্র্যাকটিসের ফাঁকে কোচের ভাষণ। প্যারাগুয়ের ম্যাচের আগে মার্কিন শিবির।

অন্যদিকে, শুরুতেই মার্কিন আগ্রাসন থামিয়ে দিয়ে চায় প্যারাগুয়ে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরছে লাতিন দেশটি। বিশ্বকাপে প্যারাগুয়ের লক্ষ্য আপাতত দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করা।

ফিফার তোপে জার্সি বদল

পোর্ট আউ প্রিন্স, ১১ জুন : বিশ্বকাপ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে নিজেদের জার্সির নকশা বদল করতে বাধ্য হল হাইতি ফুটবল দল! কারণ ফিফার আপত্তি। ১৮০৪ সালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এই ছোট্ট দেশ। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে হাইতির সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন পোল্যান্ডের পাঁচ হাজার সৈনিক। দুই দেশের এই ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবেই বিশ্বকাপের মঞ্চে হাইতির জার্সিতে স্থান পেয়েছিল পোল্যান্ডের পতাকা। ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত দুটি প্রস্তুতি ম্যাচে ফুটবলাররা সেই জার্সি পরেই মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু ফিফা বিষয়টি পর্যালোচনা করে আপত্তি তোলে। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বিশ্বকাপের মঞ্চে কোনও ধরণের রাজনৈতিক বার্তার স্থান নেই। ফলে বাধ্য হলেই নিজেদের জার্সির নকশায় বদল আনতে হচ্ছে হাইতিকে। যদিও এক বিবৃতিতে হাইতি ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, এই জার্সির নকশায় কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল না। নিছকই দুই দেশের বন্ধুত্বের বার্তা ছিল। যদিও ফিফার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে তারা নতুন জার্সি তৈরি করেছে।

উজ্জীবিত কোরিয়ার সামনে চেক প্রজাতন্ত্র

কানাডার প্রতিপক্ষ বসনিয়া

প্র্যাকটিসে খোশমেজাজে কোরিয়ান তারকা সন।

জাপোপান ও টরন্টো, ১১ জুন : বৃহস্পতিবার রাতেই ঢাকে কাঠি পড়ে গেল বিশ্বকাপ ফুটবলের। শুক্রবার সকালে বিশ্ব ফুটবলের সবথেকে বড় মঞ্চে মুখোমুখি হচ্ছে চেক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ কোরিয়া। আর এই ম্যাচে সবার নজরে কোরিয়ান তারকা সন হিউং মিন।

৩৩ বছর বয়সী সনের এটি চতুর্থ বিশ্বকাপ। ম্যাচের আগে কোরিয়ান তারকা বলছেন, আরও একটা বিশ্বকাপ খেলতে নামছি। এটা ভেবেই রোমাঞ্চিত। সতীর্থরাও দারুণ উত্তেজিত। সত্যি কথা বলতে কী, ওরা যাতে বেশি আবেগে ভেসে না যায়, সেদিকে আমাকেই নজর দিতে হচ্ছে। সন আরও বলেছেন, প্রথম বিশ্বকাপ খেলার সময় যে অনুভূতি হয়েছে, এবারও সেই একই অনুভূতি হচ্ছে। নিজেকে বাচ্চা ছেলে বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কখনও বলিনি যে, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। তাই লোকে কী বলছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

এদিকে, ২০০৬ সালের পর ফের বিশ্বকাপ খেলছে চেক প্রজাতন্ত্র। কোচ মিরোস্লাভ কৌবেকের দলের মূল অস্ত্র প্যাট্রিক শিকের। তাঁর সঙ্গী দীর্ঘদেহী তোমাস খোরি। মাঝমাঠ থেকে আচমকা বক্সে ঢুকে পড়েন অধিনায়ক তোমাস সৌচেকও। অন্যদিকে, দলগত ফুটবলে আস্থা রেখেই মাঠে নামছে কোরিয়া।

শুক্রবার রাতেই আবার মাঠে নামছে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক কানাডা। প্রতিপক্ষ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। এর আগে মাত্র দু'বার (১৯৮৬ ও ২০০২ সালে) বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে কানাডা। তৃতীয়বার খেলছে বিশ্বকাপের আয়োজক হিসাবে। অন্যদিকে, বসনিয়ার এটি দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। ১২ বছর আগে ২০১৪ বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলেছিল ইউরোপের এই দেশ। দেশের মাটিতে বসেছে বিশ্বকাপের আসর। তাই ম্যাচটা জিততে মরিয়া কানাডা।

বিশ্বকাপে আজ

দক্ষিণ কোরিয়া বনাম চেক প্রজাতন্ত্র
(সকাল ৭.৩০, জাপোপান)
কানাডা বনাম বসনিয়া
(রাত ১২.৩০, টরন্টো)
আমেরিকা বনাম প্যারাগুয়ে
(শনিবার সকাল ৬.৩০)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দ্রুত ফিট হচ্ছেন ইয়ামাল, তবে তাঁকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না স্পেন

মাঠে ময়দানে

12 June, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১২ জুন ২০২৬
শুক্রবার

পর্তুগাল জিতলেও চিন্তা রোনাল্ডো

লিরিয়া, ১১ জুন : আমেরিকা যাত্রার আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে পর্তুগাল ২-১ গোলে হারাল নাইজেরিয়াকে। কিন্তু জিতেও তারা খুব একটা স্বস্তিতে নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অফ ফর্মের জন্য।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ৪১ বছরের মহাতারকার পারফরম্যান্স নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়েছে। তাতে এক ভক্ত লিখেছেন, আমাদের স্বপ্ন শেষ! আরেকজনের বক্তব্য হল, রোনাল্ডো ফুরিয়ে গিয়েছে। গোলমুখে যে ক্ষিপ্রতার জন্য সিআর সেভেন এতদিন পরিচিত ছিলেন, সেই তাঁকে ৬৪ মিনিট মাঠে কার্যত খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোচ রবের্তো মার্টিনেজ এরপরই তাঁকে তুলে নেন।

রোনাল্ডোকে স্টার্টিং ইলেভেনে রেখে খেলা শুরু করেছিল পর্তুগাল। কিন্তু ঘরের মাঠে তাঁকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। এর আগে চিলির বিরুদ্ধেও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন রোনাল্ডো। আসলে রোনাল্ডোর সঙ্গে নিষ্প্রভ দেখিয়েছে পর্তুগাল দলকেও। তাদের এবার অন্যতম ফেভারিট বলা হচ্ছে। কিন্তু তারকা সমৃদ্ধ এই দলের খেলা দেখে সমর্থকরা হতাশ হয়েছেন।

সুপার ইগলদের বিরুদ্ধে রোনাল্ডো যতক্ষণ মাঠে ছিলেন তাতে চারবার গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। অন্তত তিনবার গোল করার মতো অবস্থায় থেকেও তিনি ব্যর্থ হন। গোলমুখে সেই ক্ষিপ্রতা দেখা যায়নি। শেষপর্যন্ত কোচ মার্টিনেজ রোনাল্ডোকে তুলে নিয়ে পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা গণকালো র্যা মোসকে নামিয়ে দেন।

২৩ মিনিটে পেদ্রো নেটো গোল করে পর্তুগালকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। চেলসি তারকার এই গোলের পর ৩৭ মিনিটে নাইজেরিয়াকে সমতায় ফেরান সেভিয়ার হয়ে খেলা অ্যাকর অ্যাডামস। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের খুব কাছে গিয়েও রাস্তা হারিয়ে ফেলেন জোয়াও ফেলিক্স। কিন্তু শেষমেশ ৭৫ মিনিটে ২-১ করে দেন পরিবর্ত ফ্রান্সেসকো কনসিকাও। তাতেই কিছুটা স্বস্তি মিলেছে পর্তুগালের।

দল জিতলেও হতাশ রোনাল্ডো। বিশ্বকাপে তিনিই পর্তুগালের প্রধান ভরসা। কিন্তু সমর্থকরা খুশি নন তাঁর খেলায়।

দেশঁর মতে চমক হতে পারে এবার পর্তুগালই

ফ্লোরিডা, ১১ জুন : বিশ্বকাপে বল গড়ানো শুরু হয়নি। কিন্তু কে কাকে নিয়ে চিন্তায় আছে সেটা সামনে আসছে। এই যেমন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ পর্তুগালের খুব প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দলের সিস্টেমে এমন সব আছেন যারা অসাধারণ।

দেশ এরপর কোনও রাখঢাক না করে বলেই দিয়েছেন, পর্তুগাল অনেককে চমকে দেবে। তিনি অবশ্য নিজের দল ফ্রান্সকেও এগিয়ে রেখেছেন। দেশঁর মুখে শোনা গিয়েছে স্পেন, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার কথাও।

পর্তুগাল এবার ফেবারিট হিসাবে বিশ্বকাপে নামছে। তাদের বিভিন্ন পজিশনে দারুণ সব ফুটবলার রয়েছে। তাদের মিডফিল্ডকে টুর্নামেন্টের সেরা বলা হচ্ছে। ভিতিনা, জোয়াও নেভেস, ব্রুনো ফার্নান্দেজ আছেন এদের মধ্যে। তার উপর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একচল্লিশেও যিনি ভেলকি দেখাচ্ছেন।

নিজের দল নিয়ে দেশ বলেছেন, ফ্রান্স সেমিফাইনালে যাবে। বিশ্বকাপও জিততে পারে। তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তাঁর দলে এমবাপেকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তিনি এক্ষেত্রে রিয়াল মাদ্রিদকে ইঙ্গিত করেছেন। দেশ বলেন, আমাদের দলে কোনও সমস্যা নেই। এমবাপেকে নিয়েও নেই। সবাই ওকে ফ্রান্স দলের নেতা মেনে নিয়েছে। ব্যালন জয়ী ডেম্বেলেও এর মধ্যে পড়েন।

এবার জিতলে দেশর কোচিংয়ে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হবে ফ্রান্স। এটাই তাঁর শেষ টুর্নামেন্ট। ফ্রান্সের ফুটবলাররা দেশর জন্য বিশ্বকাপ জিততে চান।

মেসিদের পাসপোর্টের তথ্য ফাঁসে বিতর্ক

ফ্লোরিডা, ১১ জুন : বিশ্বকাপের শুরুতেই নতুন বিতর্ক। লিয়োনেল মেসি-সহ আর্জেন্টিনার একাধিক ফুটবলারের তথ্য ফাঁস। কীভাবে এটা সম্ভব হল? জানা গিয়েছে, আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে দুই দলের ফুটবলারদের যে তালিকা দেওয়া হয়, সেখানে তাঁদের নাম ও জার্সি নম্বরের পাশাপাশি পাসপোর্টের তথ্যও।

সাধারণত পাসপোর্টের নম্বর ঝাপসা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা করা হয়নি। ব্যক্তিগত তথ্য না সরিয়েই তা প্রকাশ করা হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তালিকায় আইসল্যান্ডের কোনও ফুটবলারেরর পাসপোর্ট নম্বর ছিল না। শুধু আর্জেন্টিনার ফুটবলারদেরই পাসপোর্ট নম্বর ছিল। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ, নাকি ভুলবশত? এই কাণ্ড কীভাবে ঘটল? উঠছে প্রশ্ন। আর্জেন্টিনা বনাম আইসল্যান্ড ম্যাচ দেখতে ফ্লোরিডার অদূরে আলাবামা স্টেডিয়ামে ৮৮ হাজারের বেশি দর্শক ছিলেন। তাঁদের সবার কাছেই পাসপোর্টের তথ্য ফাঁস হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এভাবে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে এলে সমস্যায় পড়তে

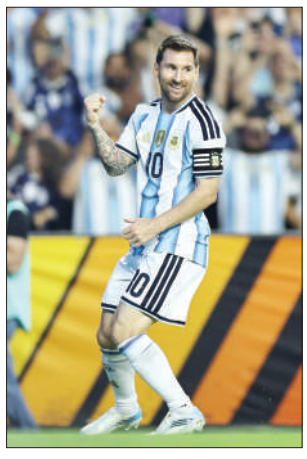

পারেন ফুটবলাররা। বিশ্বকাপ আয়োজন ঘিরে যে দেশে এত কড়াকড়ি, সেখানে এত বড় গাফিলতি হল কীভাবে? যদিও এই বিষয়ে এখনও ফিফা, ট্রাম্প প্রশাসন বা আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা কোনও বিবৃতি দেয়নি।

বিতর্কের আবহেই বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে। আর্জেন্টিনা শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে জিতেই আলজিরিয়াকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। ১৭ জুন অভিযান শুরু মেসিদের। এদিকে চোটে ছিটকে যাওয়া সেন্টার ব্যাক লিওনার্দো বালের্দির জায়গায় অগাস্টিন গিয়াকে দলে নিচ্ছেন কোচ স্কালোনি।

আনচেলোত্তির জন্মদিনেও নেইমার নেই অনুশীলনে

নিউ জার্সি, ১১ জুন : নতুন স্ক্যান রিপোর্ট স্বস্তি দিলেও মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই নেইমারের খেলা নিয়ে আশ্বস্ত হতে পারছেন না ব্রাজিল সমর্থকরা। এখনও দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলনই করতে পারলেন না ব্রাজিলীয় তারকা ফুটবলার। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে মরিসটাউনে যখন মরক্কোর ম্যাচের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহারা। কিন্তু সেখানে যথারীতি অনুপস্থিত নেইমার। এমনকি শিবিরে কোচ কার্লো আনচেলোত্তির জন্মদিন উদযাপনেও দেখা যায়নি তারকা ফরোয়ার্ডকে।

তাঁর অধীনে সেলেকাওরা ২৪ বছর পর বিশ্বকাপ পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছে। অনুশীলনে আনচেলোত্তির ৬৭তম জন্মদিন পালন করেন ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা। সেখানে কোচকে 'গার্ড অফ অনার' দেন ভিনিরা। সেই সময় খেলোয়াড়রা নিজেদের সংযত রাখেন। মজার ছলে ব্রাজিলীয় তারকা রাফিনহা বলেছেন, আমাদের কোচ নিরাপদে ছিলেন, কেউ আমরা ওঁকে স্পর্শ করিনি।

কোচের জন্মদিনেও কেন নেইমার ছিলেন না, তা নিয়ে কোনও কথা

জন্মদিনে কোচকে গার্ড অফ অনার দিচ্ছেন ফুটবলাররা।

বলেননি সতীর্থ বা দলের কোচিং স্টাফেদের কেউ।

কোচের জন্য এবার বিশ্বকাপে ভাল করতে মুখিয়ে আছেন ফুটবলাররা। বুধবার অনুশীলন শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে রাফিনহা বলেছেন, কোচ হিসিবে আনচেলোত্তি যা অর্জন করেছেন তা প্রশংসনীয়। মাঠে তাঁর মুখোমুখি হওয়াটা সবসময় খুব কঠিন ছিল। তবে আমি ভাগ্যবান যে অনেকবারই শেষ পর্যন্ত হাসি মুখে মাঠ ছাড়তে পেরেছি। এখন আমি তাঁর জন্য ঠিক সেই কাজগুলোই করতে চাই যা আগে তাঁর বিপক্ষে খেলার সময় করতাম। কোচ এবং দলের জন্য ভাল কিছু করতে চাই। আমাদের দলটা সত্যিই যোগ্য। ২০২২ বিশ্বকাপে আমি অপরিণত ছিলাম। এবার আমি যথেষ্ট প্রস্তুত।

মরক্কো ম্যাচের টিম কম্বিনেশন তৈরিতে ব্যস্ত ব্রাজিল কোচ। চোটে ছিটকে যাওয়া ওয়েসলির পরিবর্ত এদেরসনকে রাইট ব্যাকে খেলিয়ে বিকল্প বাড়িয়ে রাখছেন আনচেলোত্তি।

মাঠে ময়দানে

12 June, 2026 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ